ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3 September, 2023 ■ আগরতলা ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ■ ১৬ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগরতলা-আখাউড়া রেলপথ পরিদর্শনে প্রতিনিধি দল, ৯ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন

মনির হোসেন

ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০২।। বহুল কাঙ্ক্ষিত আখাউড়া-আগরতলা রেলপথটি উদ্বোধন হবে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর। ওই দিন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভার্চুয়ালি আখাউড়া-আগরতলা রেলপথটি উদ্বোধন করার কথা রয়েছে। সেই প্রস্তুতির অংশ হিসেবে শনিবার দুপুরে প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করে রেলওয়ের একটি প্রতিনিধি দল। এর নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মো. ইয়াছিন। প্রতিনিধি দলে রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) শহীদুল ইসলাম, পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর হোসেন, আখাউড়া-লাকসাম ডুয়েলগেজ ডাবললাইন প্রকল্পের পরিচালক মো. সুবক্তগীনসহ রেলওয়ের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা ছিলেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা আখাউড়া-আগরতলা রেলপথের প্রারম্ভিক স্টেশন আখাউড়ার গঙ্গাসাগর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্র্যাক কারে করে ভারত সীমান্তবর্তী শিবনগর পর্যন্ত ঘুরে দেখেন।

পরিদর্শন শেষে আখাউড়া-আগরতলা রেলপথ প্রকল্পের পরিচালক আবু জাফর মিয়া বলেন, প্রকল্পের ৯৫ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে।

খুব শিগগিরই এটি উদ্বোধন হবে। কিছু কাজ যেগুলো বাকি আছে তা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হবে। রেলপথটি দিয়ে প্রথমে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল করবে। এর মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য আরও বাড়বে। ১২ দশমিক ২৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেলপথের বাংলাদেশ অংশে ৬ দশমিক ৭৮ কিলোমিটার। পুরো অংশেই বসানো হয়েছে রেললাইন। তবে কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন ভবন এবং স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের কাজ এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি।

পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার লক্ষ্যে শনিবার গভীর রাতে আমতলী থানা পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। ছবি-নিজস্ব।

ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ সেপ্টেম্বর।। অবশেষে ন্যায় বিচার পেলেন কৃষ্ণা দাসের পরিবার।স্বস্তির নিঃশ্বাস পেল বিশালগড় মুড়াবাড়ি এলাকার সাধারণ মানুষ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত ২০২০ সালের ২৩ শে এপ্রিল থেকে নিখোঁজ ছিলেন বিশালগড় পৌর পরিষদের সাফাই কর্মী কৃষ্ণা দাস। কৃষ্ণা দাসের পুত্রবধূ সুমিত্রা দাস অনেক জায়গায় কৃষ্ণা দাসকে খোঁজাখুঁজি করেও কোন হদিস পেলেন না। হঠাৎ ২৭শে এপ্রিল বিশালগড় এস ডি এম অফিস সংলগ্ন একটি পরিত্যক্ত কুয়া থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকা বাসির সন্দেহ হয়।সেই পরিত্যক্ত কুয়ার তল্লাশি করে এলাকাবাসী উদ্ধার করে কৃষ্ণা দাসের মৃত দেহ। এলাকাবাসী সন্দেহ বশত ভাবে কৃষ্ণা দাসের প্রতিবেশী সুমন দাস পিতা গোপাল দাস, কে আটক করে উত্তম মধ্যম দিলে সুমন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্মী-সহায়িকা নিয়োগ নিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা দিলো ক্ষুব্ধ জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা নিয়োগকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ক্ষোভ বিক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। এই দুর্নীতির সঙ্গে শাসকদলের একাংশ সরাসরি জনিত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে মনু শিশু উন্নয়ন প্রকল্প অধিকর্তা অফিসের বিরুদ্ধে। মহকুমার নালকাটা দেবীপুর কলোনির পর পুর্ব মনু ভিলেজের গকুলনগর ২নং কলোনির অঙ্গনারী কেন্দ্রের তালা ঝুলালো বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। অভিযোগ সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের গাইডলাইনকে উপেক্ষা করে নগদ নারায়ণের বিনিময়ে অস্থায়ী এই পদগুলি পছন্দের লোককে পাইয়ে দেওয়া হয়েছে।

জানা যায় সম্প্রীতি মনু আইসিডিএস প্রজেক্টের আওতায় বিভিন্ন ভিলেজ এর অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারগুলির জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও হেল্পার নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। পূর্ব মনু ভিলেজের গকুলনগর ২নং কলোনির অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীর জন্য একাধিক আবেদন করা হয়। কিন্তু অনেকের আবেদনই বাতিল করে দেওয়া হয়। তার পেছনে কারণ হিসাবে সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের গাইড লাইনের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। গাইডলাইন অনুযায়ী যে ভিলেজ অথবা ওয়ার্ডে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারটি রয়েছে সেই ওয়ার্ড থেকেই অঙ্গনওয়ারী কর্মী অথবা হেলপার নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কয়েকজনের জন্য গাইডলাইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিলেও কতিপয় এর জন্য একি গাইডলাইন কলাপাতা বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। জানা যায় এই সেন্টারের কর্মরত কর্মী সুষমা দাস অবসর যাওয়ার পর গত ৩০ মে গকুলনগর কলোনি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সকল সদস্য সদস্যাগণ রেজুলেশন করে সুষমা দাসের জায়গায় মিঠুন দাসের স্ত্রী সঙ্গীতা দাস কে নিয়োগ করার আবেদন জানান। এরই মধ্যে সিডিপিও অফিস থেকে এই পদের আবেদন আহ্বান করলে সঙ্গীতা দাসও আবেদন করেন। কিন্তু দেখা যায় ৫ নং ওয়ার্ডে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারটি বর্তমান অথচ নিয়োগ পেয়েছেন ৬ নং ওয়ার্ডের সুপ্রিতা দাস। অভিযোগ নগদ নারায়ণের কৃপায় অফিস ও দু একজন শাসক দলীয় নেতার কারসাজিতে সঙ্গীতার নাম বাতিল করা হয়। তাদের দাবি সরকারি নিয়ম নীতি কে ফু দিয়ে উড়িয়ে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে সুপ্রিতাদেবীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এদিকে জায়গার মালিক সুধাংশু দাস দাবি করেন সেন্টারের জন্য তিনি জোত জায়গা দান করেছেন। দাবি একটাই পরিবারের কাউকে একই কেন্দ্রে হেল্পার হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হবে। এবারের নিয়োগে চরম দুর্নীতির অভিযোগ এনে তিনি ও এলাকাবাসী মিলে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারটিতে তালা ঝুলিয়ে দেন। তাদের দাবি যেহেতু ৫ নং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে প্রবেশের পথে ১০ কোটির নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য সরকারের কঠোর মনোভাবকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হেরোইন সহ ভয়ংকর নেশা সামগ্রী রাজ্যে নিয়ে আসার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ নেশা কারবারীদের বিরুদ্ধে কঠোর নজরদারি বজায় রাখলেও অনেক ক্ষেত্রেই নজরদারি এড়িয়ে নানা কৌশলে নেশা সামগ্রী রাজ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে। শনিবার সকালে উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়ায় নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে বড় ধরনের সাফল্য পেয়েছে পুলিশ। জানা যায়

নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনে সাফল্য পেয়েছে দামছড়া থানার পুলিশ। অসম থেকে ত্রিপুরা প্রবেশের পথে দামছড়া নাকা পয়েন্টে তল্লাশি চালিয়ে ১০০টি সাবানের বাক্সে মোট ১ কেজি ৩০০ গ্রাম হিরোইন উদ্ধার করেছে পুলিশ। সাথে বহি:রাজ্যের এক যুবককে আটক করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত হিরোইনের বাজার মূল্য আনুমানিক দশ কোটি টাকা হবে বলে জানিয়েছেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী। শনিবার সকালে দামছড়া নাকা চেকিং- এ বসে আরক্ষা বাহিনী।তখন পুলিশ সন্দেহভাজন একটি সাদা রঙের বলেরো গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালিয়েছে। গাড়ির গোপন চেম্বার থেকে ১০০টি সাবানের বাক্সের মোট ১ কেজি ৩০০ গ্রাম হিরোইন মজুত ছিল।সাথে গাড়ির চালক অসমের করিমগঞ্জ জেলার খলিল উদ্দিন নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে।ঘটনার তদন্তে নেমেছে দামছড়া থানার পুলিশ। গাড়ি চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে জড়িতদের চালে তোলার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বক্সনগর-ধুনপুর উপনির্বাচনে বিধি নিষেধ নিরাপত্তার দায়িত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ সেপ্টেম্বর।। দুটি কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে সবগুলি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের নিরাপত্তার দ্বায়ীত্বে থাকবে টিএসআর জওয়ান এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাছাড়া সব ভোট গ্রহণ কেন্দ্রেই থাকবে ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা। সাংগবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছেন সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক জে.ভি দোয়াতি।ধনপুর ও বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করার লক্ষে নানান ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের হয়ে সাংবাদিকদের কাছে তারই বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছেন সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক(পি.পি) জে .ভি দোয়াতি। ভোট গ্রহণের দিন সব ভোট কেন্দ্র কেন্দ্রীয় স্বসস্ত্র নিরাপত্তা বাহিনীর জোয়ানরা নিরাপত্তার দ্বায়ীত্বে থাকবেন বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত জেলা শাসক। তাছাড়া প্রতিটি ভোটকেন্দ্রেই ওয়েব কাস্টিং হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।অতিরিক্ত জেলাশাসক আরোও বলেন বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের ৫১ টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে ২ টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর। ১৫টি ভার্নারেবল এবং বাকি গুলি সাধারণ ভোট গ্রহণ কেন্দ্র। অন্যদিকে ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৫৯টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে ভার্নারেবল ১৯ টি আর বাকি ৪০ টি সাধারণ। দুই কেন্দ্রেই ২ টি করে মডেল পুলিং স্টেশন ,২টি করে মহিলা পোলিং স্টেশন ও একটি করে পিডব্লিউডি পুলিং স্টেশন রয়েছে বলে জানান তিনি।রবিবার বিকেল ৪ টা পর্যন্ত চলবে উপ-নির্বাচনের সরব প্রচার। দুটি কেন্দ্রের মোট ভোটার স্যংখ্যা ৯৩৪৯৫ জন। এর মধ্যে ধনপুরের ৫০৩৪৬ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ২৬০৬৪ এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ২৪২৮২ জন। বক্সনগরের ৪৩১৪৯ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আদিত্য এল ১ এর সফল উৎক্ষেপন

নয়াদিল্লি, ২ সেপেম্বর (হি.স) : কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং আদিত্য এল-১ মিশনের সফল উৎক্ষেপণের জন্য দেশ ও ইসরোকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, আজ আদিত্য এল-১-এর উৎক্ষেপণ শুধু দেশ নয়, গোটা বিশ্ব দেখেছে। এটা সত্যিই ভারতের জন্য একটি গৌরবময় মুহূর্ত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জিতেন্দ্র সিং বলেন, তিনি মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রকে উৎসাহ দিয়েছেন, এবং দেশের মানুষকে বুঝিয়েছেন যে আকাশের কোন সীমা নেই।

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, আদিত্য মিশনকে সফল করতে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা কঠোর পরিশ্রম করেছেন। বছরের পর বছর পরিশ্রম করার পর এই মুহূর্ত আসে, এই মুহূর্তটি জাতির কাছে অঙ্গীকার পূরণের মুহূর্ত। আদিত্য এল-১-এর সফল উৎক্ষেপণ আমাদের কর্মসংস্কৃতিতে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান এবং সম্পূর্ণ জাতির দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ, যেটা আমরা আমাদের কর্ম-সংস্কৃতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে শহরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে উদ্ধার এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ। মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি। তবে মৃতদেহের মুখ থেকে রক্ত পড়তে দেখা গেছে। মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকা থেকে শুক্রবার গভীররাতে এই মৃতদেহটি উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছেন মহারাজগঞ্জ বাজারের পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ময়নাতদন্তের জন্য। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানিয়েছেন মৃতদেহের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে মৃতদেহের মুখ থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপনির্বাচনে জোট নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে সিপিএম ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। সিপাহীজলা জেলার বক্সনগর ও ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপির মনোনীত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়েছেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। শনিবার বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজীব ভট্টাচার্য বলেন নির্বাচন ঘোষনার পর সিপিআইএম দল জোট হয়েছে বলে ভোটারদের বিভ্রান্ত করেছে, ভুল বার্তা দিয়েছে। তা মানুষ ভালো চোখে দেখেননি। সিপিআইএম উপ নির্বাচনে জোট গঠন করে লড়াই করছে বলে দাবি করলেও বাস্তবে কংগ্রেস দলের কোন নেতাকে প্রচারে শামিল হতে দেখা যায়নি।এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি বলেন ধনপুর ও বক্সনগর বিধানসভা এলাকায় কংগ্রেসের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কংগ্রেসের দীর্ঘকালের লড়াকো নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিয়া পর্যন্ত দলীয় নেতাদের কাজকর্মে অতিষ্ঠ হয়ে এবং সিপিএমের সঙ্গে জোট গঠনের প্রতিবাদ জানিয়ে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপি দলে শামিল হয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বছর বাঁচাও পরীক্ষার ফল প্রকাশিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বছর বাঁচাও পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়েছে শনিবার। পর্ষদ কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ফলাফল ঘোষণা করেন পর্ষদ সভাপতি ডঃ ধনঞ্জয়গণ চৌধুরী এবং পর্ষদ সচিব ডক্টর দুলাল দে। সাংবাদিক সম্মেলনে তারা জানান ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে একটি বছর পিছিয়ে না যায় সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করেই রাজ্য সরকার এবং ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এ বছর থেকে বছর বাঁচাও পরীক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেসব পরীক্ষার্থী একটি কিংবা দুটি বিষয়ে অনুউত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরকে পুনরায় পরীক্ষায় বসিয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যেই বছর বাচাও পরীক্ষা কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করার ফলে বহু সংখ্যক পরীক্ষার্থীরা সফলতা পেয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি জানান এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার জন্য ফর্ম ভরেছেন ৪২৫৮ জন পরীক্ষার্থী। পরীক্ষায় বসেছিল ৩৭৯৭ জন। তাদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ২৩৪৩ জন।। অনুত্তীর্ণ হয়েছে ১৪৫৩ জন। বছর বাঁচাও পরীক্ষায় সফলতার হার ৬১ শতাংশ। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বছর বাঁচাও পরীক্ষায় বসার জন্য আবেদন করেছিল ৪৪০৩ জন পরীক্ষার্থী। পরীক্ষায় বসে ছিল ৪১৮৬ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে দিনে দুপুরে ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। শহরের বুকে দিনদুপুরে ছিনতাইয়ের ঘটনা। শনিবার দুপুর আনুমানিক ২ টা নাগাদ আগরতলার উজান অভয়নগর এলাকায় এক বৃদ্ধা মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাই করে পালায় চোরের দল। যদিও পুলিশ ও এলাকাবাসীদের সহায়তায় ওই ছিনতাইবাজ এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের এদিনই আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বিশ্বতি দেববর্মা নামে এক মহিলা উজান অভয়নগর এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঠিক তখনই পেছন থেকে মুখে কাপড় বেঁধে এক যুবক এসে তার গলা থেকে সোনার চেইনটি ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত স্থানীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জি-২০ সম্মেলনে অংশ নিতে ৭ সেপ্টেম্বর ভারতে আসছেন বাইডেন

ওয়াশিংটন-নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আসন্ন জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বাইডেন। ৯ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে বসতে চলেছে দু'দিনের জি-২০ ভুক্ত দেশগুলির শীর্ষ সম্মেলন। সেই সম্মেলন যোগ দিতে ৭ সেপ্টেম্বর ভারতে আসার কথা মার্কিন প্রেসিডেন্টের।চিনের চোখ রাঙানির মাঝেই আগামী ৮ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মার্কিন প্রশাসন সূত্রে বাইডেনের সফরসূচির ইঙ্গিত মিলেছে।

আসন্ন জি-২০ সামিটের আয়োজক দেশ ভারত। ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর দু'দিন চলবে এই সম্মেলন। তার আগে ৭ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে আসছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, জি-২০ সামিটের আগেই আলোচনায় বসছেন বাইডেন ও মোদী। দুই দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত করা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হতে পারে বলে হোয়াইট হাউস সূত্রে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর এটাই বাইডেনের প্রথম ভারত সফর। শনিবার এমনটাই জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৩২১ ▫ ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং▫ ১৬ ভাদ্র ▫ রবিবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

আন্তর্জাতিক চাপে চিন

ভারতের অরুণাচল প্রদেশ ও আকসাই চিন-সহ আরও বিভিন্ন দেশের অংশকে নিজেদের এলাকা বলে দাবি করিয়া আবারও নয়া মানচিত্র প্রকাশ করিয়াছে চিন। গত সোমবার, বেজিং-এর পক্ষ থেকে এই সরকারি মানচিত্র প্রকাশ করা হয়। ভারতের পক্ষ থেকে পাল্টা চিনের এই সম্প্রসারণবাদী পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করা হয়। নয়া ম্যাপ প্রত্যাখ্যান করিল এশিয়ার আরও চার দেশ। ভারতের পর একই প্রতিক্রিয়া জানাইল ফিলিপাইন্স, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম এবং তাইওয়ান সরকার। এই চার দেশের সরকারই চিনের এই নয়া মানচিত্র প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। বেজিং যেভাবে এই দেশগুলির এলাকা তাহাদের নিজের এলাকার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবি করিয়াছে, তাহার কড়া প্রতিবাদ করা হইয়াছে এই দেশগুলির পক্ষ থেকে। জি ২০ শীর্ষ সম্মেলনের আগে নয়া মানচিত্র প্রকাশ করিয়া ফের বিতর্ক উসকে দিয়াছে চিন। চিনা সরকার নতুন একটি মানচিত্র প্রকাশ করিয়া যেখানে ভারতের অরুণাচল প্রদেশ ও আকসাই চিনকে নিজেদের দেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়া মানচিত্রে দেখানো হয়। ভারত ছাড়াও আরও কয়েকটি দেশের অংশকেও নিজেদের মানচিত্রে ঢুকিয়েছে চিন। এবার তারই প্রতিবাদে চিনা সরকারের কড়া সমালোচনা করিল ভারত-সহ ফিলিপিন্স, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম ও তাইওয়ান।

ভিয়েতনাম সরকারের তরফে বিবৃতি দিয়া বলা

হইয়াছে, চিনের নতুন মানচিত্রে দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। স্প্র্যাটলি ও পারাসেল দ্বীপের এলাকাগুলি নিজেদের বলিয়া দাবি করিয়াছে চিন। এছাড়াও জলভাগের বেশ কিছু এলাকা মানচিত্রে চিনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দেখানো হইয়াছে। চিনের এই দাবি সম্পূর্ণ অবৈধ। দক্ষিণ-চিন সাগর সংলগ্ন এলাকায় চিনা আধিপত্য কোনওভাবেই মানিয়া নেওয়া হইবে না বলিয়া স্পষ্ট জানাইয়ায়ে দিয়াছে ভিয়েতনাম সরকার।ফিলিপিন্স সরকারও চিনের ওই 'স্ট্যান্ডার্ড ম্যাপের' কড়া নিন্দা করিয়াছে। ওই মানচিত্রে পশ্চিম ফিলিপাইন সাগরের বেশ কিছু অংশ চিনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দেখানো হইয়াছে।ফিলিপিন্সের বিদেশ বিষয়ক মুখপাত্র মা তেরেসিতা দাজা বলিয়াছেন, "ফিলিপিন্সের সামুদ্রিক অঞ্চলগুলির উপর চিন তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে চাইছে। ১৯৮২ সালের রাষ্ট্রপুঞ্জের কনভেনশন অনুযায়ী, এর কোনও ভিত্তি নাই।" এর আগে ২০১৩ সালে প্রকাশিত এক মানচিত্রে ফিলিপিন্সের কালায়ান দ্বীপ এবং স্প্র্যাটলিসের কিছু অংশ তাহাদের বলিয়া দেখাইয়াছিল চিন। মালয়েশিয়া সরকার জানাইয়াছে, চিন যেভাবে তাহাদের মানচিত্রে দক্ষিণ চিন সাগরের এলাকাগুলি নিজেদের বলিয়া অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে, সরকারিভাবে তাহার প্রতিবাদ করা হইবে। তাইওয়ানের পুরো দ্বীপটি তাহাদের অংশ বলিয়া দাবি করিয়াছে চিন। মানচিত্রেও সম্পূর্ণ দ্বীপটি তাহাদের বলিয়াই দাবি করা হইয়াছে। মানয়েশিয়া সরকার জানাইয়াছে, চিন কখনওই তাইওয়ান শাসন করেনি, কিন্তু জোর করিয়া তাইওয়ানের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চাহিয়াছে। এই ধরনের পদক্ষেপে সীমান্ত নিয়া জটিলতা আরও বাড়িবে। চিনের এই দাবির কোনও ভিত্তি নাই বলিয়াও জানাইয়া দিয়াছে বিদেশ মন্ত্রক।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৯ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী। আজ ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৯ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৬ ডলারের কাছাকাছি। যদিও শনিবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শনিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

বিগত ৫ বছরে গান্ধী পরিবারের এটিএম হওয়ার কাজ করেছে বাঘেল সরকার : অমিত শাহ

রায়পুর, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিগত ৫ বছর ধরে গান্ধী পরিবারের এটিএম হওয়ার কাজ করেছে ভূপেশ বাঘেল সরকার। ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার রায়পুরের এক জনসভায় অমিত শাহ বলেছেন, গত পাঁচ বছরে তিনি (ভূপেশ বাঘেল) গান্ধী পরিবারের এটিএম হয়ে গরীব মানুষের টাকা লুট করার কাজ করেছেন।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, রমন সিং যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনি প্রতিটি বাড়িতে রেশন দেওয়ার জন্য থাম্ব ইমপ্রেশন সিস্টেম শুরু করেছিলেন। তিনি ছত্তিশগড়ে """চাওয়াল ওয়াল বাবা"""" নামে পরিচিত ছিলেন। বিজেপি গরীবদের রেশন দেওয়ার কাজ করেছে... ভূপেশ বাঘেল সরকার গরীবদের কাছ থেকে রেশন কেড়ে নেওয়ার কাজ করেছে।' অমিত শাহের কথায়, 'ছত্তিশগড়ের জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা কাকে সমর্থন করবে - যে ভূপেশ বাঘেল সরকার আদিবাসীদের সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যার আমলে ধর্মান্তরকরণের ঢেউ ছিল নাকি বিজেপি সরকার আদিবাসীদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করে?' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ভেঙে পড়ল ভবানীপুরে সোনার কেল্লার মুকুলের 'ঘর'

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি স)। কলকাতার ভবানীপুরে ভেঙে পড়ল বিপজ্জনক বাড়ি। কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকেই আগেই এই বাড়িটিকে বিপজ্জনক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

শনিবার ভোর তিনটে নাগাদ হঠাৎই ভেঙে পড়ে বাড়িটি। সূত্রের খবর, একজনই এই বাড়িটিতে ছিলেন। তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছে।

বাড়ির ভিতরে একজন থাকলেও তাঁর কোনও আঘাত লাগেনি বলে জানা গিয়েছে। খবর পাওয়ার পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছন কলকাতা পুরসভার ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অসীম বসু। পৌঁছয় পুলিশও।

কলকাতার ভবানীপুরের পদ্মপুকুরে অবস্থিত এই বাড়িটি অবস্থিত। এই বাড়িটিতেই সত্যজিৎ রায়ের সোনার কেল্লার সিনেমার কিছু অংশের শ্যুটিং হয়েছিল। বিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায় মুকুলের দ্বিতীয় বাড়ি হিসাবে এখানেই শ্যুটিং করেছিলেন। ফলত, বহু স্মৃতিবিজড়িত বাড়িটি ভেঙে পড়ায় মন খারাপ এলাকাবাসীর একাংশের।

সাহিত্যে আধুনিকতা ও কাজী নজরুল

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান স্বাতন্ত্র মহিমায় সমুজ্জ্বল। মানবতা, সাম্য ও দ্রোহের কবি নজরুল। স্বল্পকালীন সৃষ্টিশীল জীবনে তিনি রচনা করেছেন প্রেম, প্রকৃতি, বিদ্রোহ ও মানবতার অনবদ্য সব কবিতা, গান, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও নাটক। কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী কবি নজরুল তার লেখনির মাধ্যমে আমাদের সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তার সাহিত্যকর্মে উচ্চারিত হয়েছে পরাধীনতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের বাণী। অসামান্য ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কবি নজরুল ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবোধের মূর্ত প্রতীক।

নজরুল জন্মেছিলেন এবং বেড়ে উঠেছিলেন একটি পরাধীন সমাজে। পরাধীনতার গ্লানি তিনি উপলব্ধি করেছেন মর্মে মর্মে। কবি নজরুলের আজীবন সাধনা ছিল সমাজের শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি এবং মানুষের সামাজিক মর্যাদার স্বীকৃতি অর্জন। এ ছাড়াও তিনি অন্যায়, অসত্য, নির্যাতন-নিপীড়ন, নানামাত্রিক অসাম্য ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে আমাদের যুগিয়েছেন প্রতিবাদ প্রতিরোধের অনাবিল প্রেরণা। কবি নজরুলের সাহিত্য ও সংগীত শোষণ, বঞ্চনা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে মুক্তিরও দীক্ষাস্বরূপ। তার ক্ষুরধার লেখনির স্ফুলিঙ্গ যেমন ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল, তেমনি তার বাণী ও সুরের অমিয় ঝর্ণাধারা সিঞ্চিত করেছে বাঙালির হৃদয়কে। তিনি প্রকৃতই প্রেমের এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার কবি। ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে মানবতার জয়গান গেয়েছেন, নারীর অধিকারকে করেছেন সমুন্নত। তিনিই প্রথম বাঙালি কবি যিনি ব্রিটিশ অধীনতা থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য স্বরাজের পরিবর্তে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। সকল জাতি, ধর্ম ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সাহসের প্রতীক। কবি নজরুল তার প্রত্যয়ী ও বলিষ্ঠ লেখনির মাধ্যমে এদেশের মানুষকে মুক্তি সংগ্রামে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপ্ত করেছিলেন। তার গান ও কবিতা সব সময় যে কোনো স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। নজরুল সাহিত্যের বিচিত্রমুখী সৃষ্টিশীলতা আমাদের জাতীয় জীবনে এখনও প্রাসঙ্গিক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন কবির প্রতি একান্ত অনুরক্ত। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে তারই ঐকান্তিক আগ্রহে কবিকে কলকাতা হতে বাংলাদেশে এনে জাতীয় কবির সম্মানে অধিষ্ঠিত করা হয়। নজরুল যে অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন, তারই প্রতিফলন আমরা পাই জাতির পিতার সংগ্রাম ও কর্মে। বাংলা সাহিত্যে নজরুল আধুনিকতার সূচনা করেছেন এবং সে আধুনিকতাকে অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তার দেখানো পথ ধরেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উৎকর্ষ। আধুনিকতা শুধু প্রকরণের বিষয় নয়। এটি কাব্যভাবনারও

সাঈদ মাহাদী সেকেন্দার

বিষয়। আধুনিকতা হচ্ছে প্রথমত মন ও মানসিকতার ব্যাপার, চিন্তা ও চেতনার ব্যাপার, বোধ ও বিবেচনার ব্যাপার। আধুনিকতা হচ্ছে নতুনকে স্বাগত জানানোর মন, মিথ্যা প্রমাণিত অতীতের দৃঢ়মূল ধারণা ও বিগত সত্যকে পরিত্যাগ করার সাহস। বোধে ও মননে আন্তর্জাতিকতাকে গ্রহণ, ইত্যাদি হচ্ছে আধুনিক জীবনের প্রধান অনুষঙ্গসমূহ। রোমান্টিকতা হচ্ছে কল্পনাসর্বস্ব আকাশচারিতা; আধুনিকতা হচ্ছে ভূমিলগ্নতা; রোমান্টিকতা বা অনাধুনিকতা হচ্ছে প্রথাবদ্ধতার কাছে আত্মসমর্পণ; আধুনিকতা হচ্ছে প্রথার অচলায়তন ভেঙে বের হয়ে আসা। আধুনিকতা হচ্ছে

সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা, অন্যায়-যুদ্ধবিরোধিতা, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অধিকার, ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অশৃঙ্খলিত উন্মোচন, জনগণের ক্ষমতায়ন, লৈঙ্গিক সমতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, অতিপ্রাকৃত শক্তিতে অবিশ্বাস, ধর্মবর্ণ-জাতপাত- উপগোষ্ঠীগত কৃত্রিম ব্যবধানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, জন্মের বদলে কর্মে মূল্যায়ন, যৌনতাকে প্রাণীর স্বাভাবিক চাহিদা হিসেবে গ্রহণ এবং কোদালকে কোদাল জ্ঞান করা ভালো-মন্দে মিশ্রিত জীবনকে তার সমগ্রে গ্রহণ করার মানসিক প্রস্তুতি। নজরুলই প্রথম রোমান্টিক শুচিবায়ুগ্রস্ততাকে পরিহারপূর্বক বাংলা কবিতা-গানে- কথা- সাহিত্যে- অভিভাষণে রক্ত-মাংসের মানুষের মানসিক এবং শারীরিক চাহিদা ও কামনা-বাসনাকে গভীর ইতিবাচকতায় উপস্থাপন করেছেন। তিনি নারী-পুরুষের সমতার গান গেয়েছেন। তিনি জাতিভেদ প্রথাসহ সব কুসংস্কার ও মানবসৃষ্ট অসাম্যের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন শক্তহাতে। তিনি বারাঙ্গনা নারীকে মহত্ত্বের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি কবিতায় ও অভিভাষণে মানুষের রাষ্ট্রিক ও আত্মিক স্বাধীনতার কথা প্রথম উচ্চারণ করেছেন। তিনি সব ধরনের কুসংস্কার ও অন্ধত্বের বিরুদ্ধে কবিতা-গান-অভিভাষণ রচনা করেছেন। নিয়তিবাদী মানুষকে তিনি দিয়েছেন আত্মনির্ভর প্রেরণা, বিশ্বাস ও সাহস। গৃহবধূ-বারাঙ্গনা, পাপ-পুণ্য, সতী-অসতী প্রভৃতি প্রচলিত ধারণাগুলো তিনি আধুনিক বোধের পক্ষে আমূল পাল্টে দিয়েছেন। তিনি বারাঙ্গনাদের জননী বলে সম্বোধন করেছেন এবং তারা অসতী-অশুচি এমন যুগ-পুরাতন ধারণাকে আধুনিক জীবনের অনুকূলে পাল্টে দিয়েছেন। তিনি সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন মানুষকে। যুগস্বীকৃত প্রথা ছিলপতিতা নারীরা খারাপ। নজরুল সে প্রথায় আঘাত করে লিখেছেন 'বারাঙ্গনা' নামক মহৎ কবিতা যেখানে তিনি বারাঙ্গনাকে মেরী, অহল্যা, গঙ্গার মতো মহৎ ও নিষ্পাপ জননী বলে আখ্যায়িত করেছেন। নজরুল রোমান্টিক কবি ছিলেন এটা যেমন সত্য, তিনি আধুনিক কবি ছিলেন সেটা সমানভাবে সত্য। এটা তার ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়েছে। কারণ তিনি সেই স্ববিরোধী নিয়তি ও সত্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি ছিল, অন্য হাতে ছিল রণতূর্য। তিনি বিদ্রোহী হয়ে জেল খেটেছেন; আবার প্রেমিক হয়ে প্রেম করেছেন। অনুরূপভাবেই তিনি এক হাতে রোমান্টিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আর জীবনাভিজ্ঞতা ছেনে অন্য হাতে তুলে নিয়েছিলেন আধুনিকতা। নজরুলকে ভাগ করে বুঝতে গেলে, ভুল বোঝা হবে। তাকে বুঝতে হবে তার মানস ও কর্মের বৈচিত্র্যের মধ্যকার ঐক্যে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে 'নজরুলের আধুনিকতায় জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক, যা অন্য আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদের আধুনিকতার সঙ্গে ফারাক রচনা করেছে। অবশ্যই নজরুলের সাহিত্যের আঙ্গিক বা প্রকরণ তিরিশের পঞ্চপা-বের মতো নয়। তিনি অন্ত্যমিলযুক্ত ছন্দপ্রধান সহজ ভঙিতে এবং অলংকারযুক্ত ভাষায় অধিকাংশ কবিতা রচনা করেছেন। বুদ্ধদেব বসু সম্ভবত এটাকেই 'কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই' বলে অভিহিত করেছেন। তবে তার ভাবনার অগ্রসর আধুনিকতা সেই ক্ষতি অনেকখানি পুষিয়ে দিয়েছে। রাজনৈতিক পরাধীনতা-সামাজিক কুসংস্কার-বৈষম্য-নারীর পরাধীনতা-শ্রমিক শোষণ-সাম্প্রদায়িক হানাহানি- জাতিভেদ-বর্ণভেদ- ধর্মভেদ প্রভৃতি থেকে মুক্তি পেতে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজকের আধুনিক মানুষ অন্যদের প্রকরণসর্বস্ব আধুনিক কবিতার চেয়ে নজরুলের কবিতা-গানকে অস্ত্র হিসেবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকেন। আসলে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই সাহিত্যের আধুনিকতাতেও নজরুল অনন্য ও একক।

চন্দ্রযান ও ঘোর অমাবস্যা

বিশেষ প্রতিবেদন।। জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) নামে প্রায় একটি কমলহিরের টুকরো আমাদের হাতে এসে পড়েছে; তার এক-এক দিকে আলো পড়ে এক-এক রকম তথ্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে আর আমাদের মনে নতুন নতুন চমক জাগাচ্ছে। এক দিকে ডারউইন (বিবর্তনবাদ) থেকে মেন্ডেলিভ (পর্যায় সারণি), আলোর বিচ্ছুরণ থেকে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, অনেক কিছুই ইস্কুলের বিজ্ঞান পাঠ্য থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে; অন্য দিকে ইস্কুল-কলেজের পড়াশোনা ও পরীক্ষার চালু ব্যবস্থাকে তছনছ করে বিচিত্র সব পদ্ধতির আমদানি হচ্ছে।

পরিবর্তনকে কেন "তছনছ" বলা হচ্ছে সে কথা আপাতত থাক, তবে এই পরিবর্তনের প্রভাব সত্যিই কেমন তা বুঝতে কয়েক বছর লেগে যাবে। এখন আমরা সবাই চন্দ্রাহত হয়ে আছি। তাই এর পাশাপাশি দেশের গবেষণার চালচিত্রেও যে বিরাট বদল ঘটে যেতে চলেছে, তা নিয়ে তত আলোচনা হচ্ছে না। বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে শুধুমাত্র বিজ্ঞানীদের কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও কিন্তু আসলে তা নয়।

দেশের বিজ্ঞানচর্চার হালচাল অনেকটা নির্ভর করে জাতীয় বিজ্ঞাননীতির উপর। রাজনৈতিক ক্ষমতাবদলের সঙ্গে বিজ্ঞাননীতির সরাসরি যোগ না থাকলেও তার রূপায়ণের ক্ষেত্রে শাসক দলের পরোক্ষ একটা প্রভাব থাকেই। সেই কারণেই হয়তো স্বাধীনতার ৭৫ বছরের প্রাক্কালে কোভিড পর্বের মধ্যেই জাতীয় শিক্ষানীতির পাশাপাশি শাসক দলের "বিজ্ঞানদর্শন"-এর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নতুন জাতীয় বিজ্ঞাননীতিরও খসড়া শুরু হয়েছিল যা ২০২১ সাল থেকে কার্যকর হয়েছে। বিজ্ঞানকে দেশের মজবুত ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহার করা, দেশের যাবতীয় সমস্যার সমাধান যেন দেশীয় বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মাধ্যমেই হতে পারে, সে দিকে নজর রাখা, এক কথায় "আত্মনির্ভর ভারত" গড়ে তোলা হল সাম্প্রতিক বিজ্ঞাননীতি। এই নীতিতে ইনোভেশন বা বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিকের চর্চার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তবে "ইনভেনশন" বা "ইনোভেশন" লক্ষ্য যা-ই হোক, নতুন শিক্ষানীতি-বিজ্ঞাননীতিতে তার জন্য বরাদ্দ কিন্তু আশ্চর্য রকমের কম। বাজেটে শিক্ষা ও বিজ্ঞান গবেষণায় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ক্রমাগতই তলানিতে নেমে আসছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৪৫,০৩,০৯৭ কোটির কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে মোট ধার্য হয়েছে ১,১২,৮৯৯ কোটি টাকা (২.৫০৭ু)। আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ হয়েছে ১৬,৩৬১ কোটি (০.৩৬ু), যেখানে এ ক্ষেত্রে বেশির ভাগ উন্নত ও উন্নতিশীল দেশ মোট বরাদ্দের ২.৮ থেকে ৩.৫ শতাংশ খরচ করে।

বদল আসছে অবশ্য অন্য জায়গায়। গবেষণা খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান এত দিন বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞানীদের কাছে পৌঁছত। বিজ্ঞানীরা কী কাজ করতে চান আর তার জন্য কোন খাতে কত খরচ হতে পারে তার হিসাব দিয়ে অনুদানের জন্য আবেদন করেন; সেই সব আবেদন খুঁটিয়ে দেখে অনুদান মঞ্জুর করা হয়। তাই গবেষণা-প্রকল্প মঞ্জুর হওয়া এক জন বিজ্ঞানীর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ২০০৮ সাল থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে "সায়েন্স অ্যান্ড এঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ কাউন্সিল" নামক একটি সংস্থার মাধ্যমে বিজ্ঞানীদের কাছে গবেষণার অনুদান পৌঁছে যায়; তা ছাড়াও জীবপ্রযুক্তি বিভাগ, পারমাণবিক শক্তি বিভাগ ইত্যাদি সংস্থাও কিছু বিশেষ ধরনের গবেষণার অনুদান মঞ্জুর করেন। সম্প্রতি এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে একটি ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন (এনআরএফ) সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, অর্থাত এখন থেকে সেটিই হবে গবেষণাক্ষেত্রে আর্থিক অনুদানের প্রধান উতস। এই সংস্থার ষোলো সদস্যের পরিচালন কমিটিতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ইত্যাদি রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ। এ ছাড়া দু'জন ডিএসটি-র সদস্য, এক জন সমাজবিদ্যার প্রতিনিধি, শিল্পমহলের পাঁচ জন সদস্য, বাকি ছ'জন "প্রোজেক্ট বিশেষজ্ঞ" বা পরীক্ষক, যাঁরা একটি গবেষণা প্রকল্পের নির্দিষ্ট কাজের মূল্যায়ন করবেন। সুতরাং বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কোন বিষয়ে সরকার কত অনুদান দেবে, কোন গবেষণা দরকারি আর কোথায় সরকারি টাকার "অপচয়" হচ্ছে, তা ঠিক করবেন বিজ্ঞানীরা নন, প্রধানমন্ত্রী পরিচালিত একটি আধা বাণিজ্যিক, আধা রাজনৈতিক দল। আগামী পাঁচ বছরে এই সংস্থা বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় মোট ৫০,০০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহের মতে এই জাতীয় সংস্থাটি বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে অনুদানের বৈষম্য দূর করবে; অনুদানের "গণতন্ত্রায়ন" ঘটিয়ে আইআইটি ও সমতুল্য সংস্থার একাধিপত্য কমিয়ে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, এমনকি দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তের গবেষকদের কাছেও যথেষ্ট অনুদান পৌঁছে দেবে, এখন যাঁরা সব মিলিয়ে মোট অনুদানের মাত্র ১১ শতাংশ পান।

কিন্তু প্রদীপের নীচে অনেক অন্ধকার, হিসাবের অনেক গরমিল। প্রথমত, এই সংস্থার ৫০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ৩৬ হাজার কোটি টাকাই (৭২ শতাংশ) আসবে শিল্প-বাণিজ্য মহল থেকে। ফলে খুবই স্বাভাবিক যে গবেষণা প্রকল্পের মঞ্জুরি/অনুদানের ক্ষেত্রেও তাঁদের মতামতই মুখ্য হয়ে উঠবে; সেই সব কাজই অনুদান পাবে যাদের সরাসরি প্রায়োগিক বা বাণিজ্যিক মূল্য আছে। দ্বিতীয়ত, পাঁচ বছরে সরকার মাত্র ১৪ হাজার কোটি টাকা দিচ্ছে; অর্থাত চলতি অর্থবর্ষে যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি খাতে সামান্য টাকা ঢালা হয়েছে, সরকার পাঁচ বছরে তার চেয়েও কম ব্যয় করবে। এর মানে হল গবেষণাকে পুরোপুরি "প্রোজেক্ট-মুখী" এবং "কর্পোরেট" নিয়ন্ত্রিত করে ফেলা। এর মধ্যে সমাজবিদ্যার গবেষণাকেও ঢুকিয়ে নেওয়া হল, যদিও তার গুরুত্ব দৃশ্যতই অনেক কম, তাই সেখান থেকে মাত্র এক জন সদস্য।

আমাদের গবেষণার টাকা পাওয়ার পদ্ধতি মোটেই বৈষম্যহীন নয়, বরং কিছুটা তেলা মাথায় তেল পড়ার মতো। উন্নত পরিকাঠামো, উচ্চস্তরের ফলাফল যাঁদের আছে, সেই সব বিজ্ঞানীর কাছেই অনুদানের বেশির ভাগ টাকা পৌঁছয়। যাঁদের সে সব নেই, তাঁদের কাছে প্রায় কিছুই পৌঁছয় না, তাঁরা উন্নত হয়ে ওঠার সুযোগও পান না। তবে কিনা, একাধিক জায়গা থেকে অনুদান পাওয়ার সুযোগ থাকলে যে প্রোজেক্ট এক জায়গা থেকে অনুদান পায়নি, তাকে অন্য সংস্থার কাছে পাঠানো যায়। কিন্তু অনুদানের উতস একটিমাত্র হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল হয়ে ওঠে এবং নানা অস্বচ্ছতার সম্ভাবনা বাড়ে। তার মধ্যে কোন বিচারে কী রকম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইআইটি, আইআইএসসি-র মতো উচ্চমানের গবেষণাকেন্দ্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মন্ত্রীর ভাষায় "প্রান্তিক, গ্রামীণ ও আধা-শহুরে" অঞ্চলের গবেষণাগার প্রোজেক্টের অনুদান "জিতে নেবে", সে গোপন কথাটি শুধু মন্ত্রীই জানেন।

সুতরাং, মিত্রোঁ, আপ ক্রোনোলজি সমঝিয়ে! ব্যাপারটা বেশ কয়েক বছর ধরে পরিকল্পনামাফিক এগোচ্ছে। প্রথমে আপনার গবেষণার অনুদান কমিয়ে দেওয়া হল, তার পর ছোট-বড় অনুদানের উতসগুলো বন্ধ করে সব কিছু "এক ছাতার তলায়" আনার পদ্ধতি শুরু হল, তার পর আপনাকে ক্রমাগত কর্পোরেট দফতরের এক জন অংশীদার রাখতে (মানে সেখান থেকে গবেষণার টাকা জোগাড় করতে) বলা হল। এর মধ্যে আপনাকে পাখি পড়াবার মতো করে ভারতীয় জ্ঞানধারার গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে; প্রাচীন ভারতে বিমান, দূরদর্শন, স্টেম-সেল গবেষণা, টেস্টটিউব বেবির জন্ম, ইত্যাদির অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণায় উতসাহিত করা হয়েছে। অন্য দিকে, দেশের "ভবিষ্যতের জন্য" "দরকারি গবেষণার" দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আপনার জন্য অন্য সব দরজা বন্ধ করে "এনআরএফ" নামক একটিই দরজা খোলা রাখা হল, যেখানে কর্পো-কুবেররা বসে আছেন। তাঁদের পছন্দমতো কাজ না করে আপনার উপায় কী! এখানে মৌলিক বিজ্ঞান থেকে সমাজবিদ্যা অবধি বিষয়গুলো, যাদের সরাসরি "বাজার-মূল্য" নেই, তারা কতটুকু সুযোগ পাবে সেটা একেবারে পরিষ্কার।

এক কথায় এনআরএফ গঠনের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞান-গবেষণার উপর সরকারি এবং কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ কায়েম করারই পদ্ধতি সম্পন্ন হতে চলেছে। মাঝখান থেকে যে মেধাবী তরুণ-তরুণীরা দিনরাত এক করে গবেষণা করে চলেছেন, তাঁদের হাতে রইল শুধু টেস্টটিউব। গবেষকদের নিজস্ব বৃত্তি চূড়ান্ত অনিয়মিত। নিয়মের ফাঁদে শীর্ষস্থানীয় গবেষণাকেন্দ্রেও টাকা আসছে না। গবেষণার টাকা পেতে বিজ্ঞানীদেরও "জিরো ব্যালান্স" অ্যাকাউন্ট খুলতে হচ্ছে, যেখানে খরচ হলে তবেই টাকা ঢুকবে। কিন্তু গবেষণা যে ঠিক লাভজনক ব্যবসা নয়, এই কথাটা সরকারকে বোঝাবার লোকও নেই। শুধুমাত্র চন্দ্রযানের আলোয় কিন্তু দেশের গবেষণার ভবিষ্যতের অন্ধকার দূর হবে না।

সৌরযানের উড়ানে শামিল বঙ্গের দিব্যেন্দুরা

চাঁদের পর সূর্য। সূর্যকে নজরবন্দি করার জন্য আজ, শনিবার শ্রীহরিকোটা থেকে উৎক্ষেপণ হবে যে "আদিত্য-এল ওয়ান" সৌরযানের, তার সঙ্গেও জুড়ে রয়েছেন বেশ কিছু বাঙালি বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদ। শুক্রবারই নদিয়ার হরিণঘাটা থেকে শ্রীহরিকোটায় চলে গিয়েছেন আইসার কলকাতার "সেন্টার অব এক্সসেলেন্স ইন স্পেস সায়েন্স, ইন্ডিয়া"-র বিভাগীয় প্রধান দিব্যেন্দু নন্দী।

আদিত্যর সাতটি প্রধান যন্ত্রের অন্যতম "সোলার আল্ট্রাভায়োলেট ইমেজিং টেলিস্কোপ" (সংক্ষেপে "সুট") নজরদারির দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। সেই টেলিস্কোপের কিছু নকশাও তৈরি হয়েছে আইসারের গবেষণাগারেই। সূর্যের থেকে ধেয়ে আসা অতিবেগুনি রশ্মির মাধ্যমে ছবি ফুটিয়ে তোলাই তার মূল কাজ। সূর্যের গায়ে ছড়ানো সৌরকলঙ্ক পর্যবেক্ষণ ছাড়াও পৃথিবীর তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রে বড় প্রভাব ফেলা সৌরঝড়ের মেজাজ-মর্জির হদিসও দেবে এই টেলিস্কোপ।

চন্দ্রযান ৩-এর সফল অভিযানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বীরভূমের সিউড়ি ১ ব্লকের রায়পুরের বাসিন্দা সৌম্যজিত চট্টোপাধ্যায় ও মল্লারপুরের বিজয় দাই। দু"জনেই যুক্ত আছেন আদিত্যের উতক্ষেপণের সঙ্গেও। নিউটাউন আবাসন থেকে ফোনে সৌম্যজিতের বাবা দেবদাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, "রোজ বেঙ্গালুরু'র বাড়ি থেকে ভোরে বেরিয়ে ও ফিরছে সেই রাতে।"

চন্দ্রযান ৩-এর মতো সৌরযানের কাজেও যুক্ত রয়েছেন কোচবিহারের পিনাকীরঞ্জন সরকার। শ্রীহরিকোটা থেকে ফোনে তিনি বলেন, "আমাদের টিমের কাজ সৌরযানকে তার কক্ষপথ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। সফল হব বলেই আমাদের আশা।" পূর্ব বর্ধমানের মেমারির বাসিন্দা কৌশিক মণ্ডল এখন রয়েছেন তিরুঅনন্তপুরমে ইসরোর কেন্দ্রে। তিনি বলেন, "যে রকেটে সৌরযান সূর্যের দিকে যাবে, তার পুরো যাত্রাপথ নজরে রাখব আমরা।" খড়্গপুর আইআইটি থেকে এম টেক করে ২০১৮ সাল থেকে ইসরোয় রয়েছেন রানিগঞ্জের সানি মিত্র। আদিত্যের "বিকাশ" ইঞ্জিনের দেখভালের দায়িত্বে যে দল রয়েছে, তিনি সেটির সদস্য। উদ্বেগ ধরা পড়ে তাঁর কথায়, "দেড় বছর ধরে কাজ চলছে। অভিযান সফল না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্তে ঘুম হবে না।"

সব কিছু ঠিকঠাক চললে পৃথিবী থেকে সরাসরি সূর্যের দিকে ১৫ লক্ষ কিলোমিটার এগিয়ে গিয়ে শূন্যস্থানে পাক খেতে শুরু করবে আদিত্য। পাক খেতে-খেতেই সে নজরদারি চালাবে সূর্যের উপরে। চাঁদের কক্ষপথের বাইরে থাকায় গ্রহণের ছায়াও তার নজর আড়াল করতে পারবে না। আইসার কলকাতার দিব্যেন্দু নন্দী বলছেন, "উৎক্ষেপণ নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। সৌরযান প্রথমে পৃথিবীর চারদিকে পাক খাবে। সেখান থেকে তাকে "এল ওয়ান" কক্ষপথের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছলে আর এক বার ঠেলা দিয়ে তাকে চূড়ান্ত কক্ষপথে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। এই দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। তা সম্পূর্ণ হতে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ। তখনই বোঝা যাবে, আমরা সফল হতে পারলাম কি না।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আদিত্য এল-১ উপগ্রহের সফল উৎক্ষেপণে ইসরোর বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতের প্রথম সৌর মিশন আদিত্য -এল ১-এর সফল উৎক্ষেপণের জন্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-এর বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্য তাঁকে আপ্লুত করেছিল। ইসরো-র দফতরে গিয়ে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথাও বলেছিলেন তিনি। এবার সূর্য-যানের সাফল্যে ফের একবার প্রশংসা মোদীর। ভারতের যে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে ক্রমশ উত্তরণ হচ্ছে, সে কথাই উল্লেখ করেছেন তিনি।

চাঁদের পর সূর্যের দিকে গবেষণা যান আদিত্য এল ১ কে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছিল। শনিবার সূর্য্যকে গবেষণার উদ্দেশ্যে উৎক্ষেপণ করা হল আদিত্য এল ১ কে। আদিত্য এল-১ উপগ্রহের সফল উৎক্ষেপণের পর ইসরোর বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'সামগ্রিক মানবতার উন্নতির লক্ষ্যে মহাকাশকে আরও ভালভাবে জানার অদম্য বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা জারি থাকবে'।

এর আগে আজ অন্ধ্রপ্রদেশের সতীশ ধবন স্পেস রিসার্চ সেন্টারের লঞ্চিং প্যাড থেকে শনিবার বেলা ১১.৫০ মিনিট নাগাদ সূর্য্যযান আদিত্য এল-১-এর সফল উৎক্ষেপণ করল ইসরো। পিএসএলভি-সি ৫৭-র পিঠে চেপে সূর্য্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে আদিত্য এল-১ স্যাটেলাইট। এটি ভারতের প্রথম সূর্য্য অভিযান। সূর্য্যের অভিমুখে গিয়ে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রটিকে পর্য্যবেক্ষণ করবে আদিত্য-এল ১। সূর্য্য সম্পর্কে অজানা অনেক তথ্য এর মাধ্যমে ইসরোর হাতে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত ২৩ আগস্ট সফলভাবে চাঁদের অবতরণ করে ভারতের চন্দ্রযান ৩। একের পর এক সফল অভিযান যে বিশ্বের দরবারে ভারতের নাম উজ্জ্বল করছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। চন্দ্রযানের সাফল্যের পর ইসরো দফতরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সাফল্যে তিনি কতটা আনন্দিত, সে কথা বলতে গিয়ে ভেসেছিলেন আবেগে। আদিত্য এল ওয়ানের সাফল্যে ইসরো প্রধান এস সোমনাথ বলেছেন, 'এটা স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো।

বজ্রপাতে ছাত্রের মৃত্যু কলকাতার রিজেন্ট পার্ক এলাকায়

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বাজ পড়ে মৃত্যু এক যুবকের। রিজেন্ট পার্ক থানার আনন্দপল্লির ঘটনা এটি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃষ্টির সময় ছাদে গিয়েছিলেন ওই যুবক। তখনই বাজ পড়ে। পরে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

শনিবার সকাল থেকে শহর কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি। বিপর্য্যস্ত শহর। তার মধ্যেই শহরে বাজ পড়ে মৃত্যু হল ওই যুবকের। মৃতের নাম কৌশিক কর। বয়স ২৪ বছর। কলকাতার এক কলেজে বিবিএ-র ছাত্র ছিলেন তিনি।

তাঁর পরিবারের সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে জিমে গিয়েছিলেন কৌশিক। জিম থেকে ফিরে গরমে অস্বস্তি হচ্ছিল তাঁর। সে কারণে ছাদে গিয়েছিলেন বৃষ্টিতে ভিজতে। তখনই বাজ পড়ে বিপত্তি।

এবারও অপরিবর্তিত থাকছে পুরসভার পার্কিং ফি

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এ বারও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমতি না পাওয়ায় পার্কিং ফি বাড়ানোয় সায় দিল না নবান্ন। তাই কলকাতার শহরের পার্কিং ফি অপরিবর্তিতই রাখছে কলকাতা পুরসভা।

মুখ্যমন্ত্রীকে না জানিয়ে পার্কিং ফি বাড়িয়ে কয়েক মাস আগে বিড়ম্বনায় পড়েছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। গত অগস্ট মাসে পার্কিং লটের দায়িত্ব বণ্টনের জন্য টেন্ডার ডেকেছিল পুরসভা। সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। এ বার নতুন সংস্থা বা এজেন্সির হাতে দায়িত্ব ভাগ করে দেবে কলকাতা পুরসভা। পুরসভার একটি সূত্র জানিয়েছিল, তারা পুরনো হারেই পার্কিং ফি নেবে।

শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে সেই খবরে সিলমোহর দিয়েছেন স্বয়ং মেয়র। ফিরহাদ বলেন, "পার্কিং ফি নিয়ে নবান্ন থেকে কোনও নির্দেশ আসেনি। সেই কারণে আমরা পুরনো পার্কিং ফি বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সম্প্রতি পুরনো পার্কিং ফি-র রেট অব্যাহত রেখেই টেন্ডার করা হয়েছে।"

চলতি বছর এপ্রিল মাসে পার্কিং ফি বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করে কলকাতা পুরসভা। কিন্তু ঘোষণার পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমতি না নিয়ে মেয়র ফিরহাদ পুরসভা এলাকায় পার্কিং ফি বৃদ্ধি করেছেন বলে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে জানান তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। মেয়রকে ওই নির্দেশ প্রত্যাহার করতে হবে বলে ঘোষণাও করে দেন কুণাল। সঙ্গে সর্বভারতীয় তৃণমূলের তরফে টুইট করে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য কলকাতা পুরসভাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দেওয়া হয়। পরে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পার্কিং ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে পুরসভা।

ফের বিজেপিকে নিশানা করলেন অভিষেকের

জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফের বিজেপিকে নিশানা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি ভোটে হেরে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে। আর তৃণমূল তা করে না। বরং মানুষকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করে।

তিনি বলেন, "ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে আমাদের ভোট করাতে হয় না । আমাদের টাকা আটকে রেখে ভোট করাতে হয় না। মানুষকে বঞ্চিত করে রাজনীতি করিনি । মানুষকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করেছি ।"৫ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি বিধানসভা আসনে উপ-নির্বাচন। রবিবার প্রচার শেষ। তার আগে শনিবার ধূপগুড়িতে নির্বাচনী প্রচার সভা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ধূপগুড়িতে জিতেছিলেন বিজেপির বিষ্ণুপদ রায়। সম্প্রতি তিনি মারা যান। সেই কারণে এই উপ-নির্বাচন।

হাফলঙের স্বপন দেবনাথ খুন : গ্রেফতার স্ত্রী ও পুত্র, স্বীকারোক্তি উভয়ের

হাফলং (অসম), ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার লোয়ার হাফলঙের বাসিন্দা বছর ৪২-এর স্বপন দেবনাথকে খুন করেছিল তাঁর নিজের ছেলে অভিষেক দেবনাথ। নিজের বাড়িতেই দা দিয়ে গলা কেটে নৃশংসভাবে খুন করেছিল স্বপন দেবনাথকে তারই ছেলে অভিষেক। পুলিশের কাছে নিজের বাবাকে খুন করার কথা স্বীকার করেছে বছর ১৯-এর অভিষেক দেবনাথ।

উল্লেখ্য, গত ২৮ আগস্ট লোয়ার হাফলঙের কাছে জঙ্গলে একটি গর্তে বস্তাবন্দি অবস্থায় স্বপন দেবনাথের পঁচাগলা লাশ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। তার পর ওই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ স্বপন দেবনাথকে খুন করার অভিযোগে তার ছেলে অভিষেক ও স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছিল। পুলিশের জেরায় অভিষেক স্বীকার করে বলেছে, গত ২৬ আগস্ট রাতে নিজের বাড়িতেই সে তার বাবা স্বপন দেবনাথকে দা দিয়ে গলা কেটে খুন করে। খুন করার পর বাবার নিথর দেহ সে নিজেই বস্তায় বেঁধে লোয়ার হাফলঙে একটি জঙ্গলের গর্তে ফেলে আসে। এছাড়া যে দা দিয়ে অভিষেক তার বাবাকে খুন করেছিল সেই দা সে অন্য জায়গায় নিয়ে ফেলে দিয়েছে।

পিতৃহন্তা অভিষেক দেবনাথ পুলিশের জেরায় জানিয়েছে, সে ছোট থেকেই দেখে আসছে বাবা (স্বপন দেবনাথ) তার মায়ের ওপর অকথ্য অত্যাচার ও নির্য্যাতন চালাতেন। এমন-কি তার (অভিষেক) স্ত্রীর দিকেও বাবার খারাপ নজর ছিল। তাই সে সিদ্ধান্ত নেয়, এমন বাবাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এই পরিস্থিতিতে ২৬ আগস্ট রাতে সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে অভিষেক তার বাবাকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে বস্তা দিয়ে মোড়ে জঙ্গলে গর্তের ফেলে এসেছে। সে নাকি স্বীকার করেছে, রাগের মাথায় সে তার বাবাকে খুন করলেও এখন সে অনুতপ্ত।

এদিকে স্বপন দেবনাথের স্ত্রী পুলিশকে জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন থেকে স্বামী (স্বপন দেবনাথ) তাঁর ওপর অসহনীয় অত্যাচার করে আসছিলেন। এতদিন সব কিছু সহ্য করছিলেন। কিন্তু ২৬ আগস্ট রাতে সব সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় অভিষেক তার বাবাকে খুন করেছে। পুলিশের কাছে স্বপন দেবনাথের স্ত্রী জানিয়েছেন, অভিষেক তার বাবাকে খুন করে ভালোই করেছে। সে যদি তাকে খুন না করত, তা-হলে নাকি তিনিই তাঁর স্বামীকে খুন করতেন। কারণ এ ধরনের অত্যাচারি ব্যক্তির বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। তাই তাঁকে খুন করে জেলে যাওয়াই শ্রেয় বলে জানান স্বপন দেবনাথের স্ত্রী।

অনুমোদন পেল থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী থাভিসিনের নতুন মন্ত্রিসভা

ব্যাংকক, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কয়েক মাসের রাজনৈতিক অচলাবস্থা কাটাতে থাইল্যান্ডের রাজা মহা ভাজিরালংকর্ন প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিনের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভায় যে ৩৪ মন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সেটির অনুমোদন করেছেন। শনিবার রয়্যাল গেজেটের বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিন দেশ পরিচালনার জন্য একটি যোগ্য মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। তাই রাজা নতুন মন্ত্রিসভার অনুমোদন দিয়েছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষক যুত্তাপর্ণ ইসারাচাই বলেছেন, রাজকীয় অনুমোদন এই ইঙ্গিত দেয় যে, দেশটি নতুন সরকার পাওয়ার এক ধাপ কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

কয়েকমাসের রাজনৈতিক অচলাবস্থার পর সম্প্রতি থাই পার্লামেন্ট প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্রেথা থাভিসিনকে নির্বাচিত করে। তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা প্রতিষ্ঠিত ফিউ থাই পার্টি থেকে নির্বাচিত হন।

গত ১৪ মের নির্বাচনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসন পায় ফিউ থাই পার্টি।

প্রগতিশীল মুভ ফরোয়ার্ড পার্টি (এমএমপি) সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েও সামরিক জান্তার নিয়োগ দেওয়া সিনেটরদের বাধার মুখে পড়ে। তাই ফিউ থাই পার্টি ও এমএমপি জোট করে যে সরকার গঠন করতে চেয়েছিল তা ব্যর্থ হয়। ৩৭৪ জনেরও বেশি আইনপ্রণেতা পার্লামেন্টে স্রেথা থাভিসিনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। আর প্রধানমন্ত্রী হতে তার ৩৭৪টি ভোটই প্রয়োজন ছিল। পার্লামেন্টে উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন এই বিজনেস টাইকুন। ফেউ থাই পার্টি থেকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ছিলেন থাভিসিন। এর মাধ্যমে থাইল্যান্ডের ৩০তম প্রধানমন্ত্রী হলেন তিনি।-

ভারী বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক এলাকা, সঙ্গে বজ্রপাতও

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শনিবার দুপুর হতেই কালো মেঘে ঢেকে যায় আকাশ। এরপরেই ভারী বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক এলাকা। সঙ্গে বজ্রপাতও হয় বেশ কিছু জায়গায়।

আবহাওয়াবিদরা বলছেন, বর্তমানে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে, সোমবার তৈরি হবে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত। তাই বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই এখনও। শনিবার দুপুরের বৃষ্টিতে জলমগ্নও হয়ে গিয়েছে বেশ কিছু জায়গা। সোমবার বৃষ্টি হবে গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। উত্তরবঙ্গে হবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, বর্তমানে একটি ঘূর্ণাবর্ত অস্থান করছে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঝুঁকে রয়েছে এটি। সোমবার নাগাদ তৈরি হবে আরও একটি নতুন ঘূর্ণাবর্ত। অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং বাংলাদেশের পূর্বভাগেও রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। মৌসুমী অক্ষরেখা যেটি হিমালয়ের পাদদেশ অবস্থান করছে, সেটি শনিবার দক্ষিণবঙ্গের দিকে এগোবে বলে জানা গিয়েছে।

রবিবার থেকে তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে। তবে বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। অন্যদিকে বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গেও। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে। তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা তার ওপরে থাকবে। মালদহ, দুই দিনাজপুরে তাপমাত্রার সঙ্গেই বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। রবিবার ও সোমবার বৃষ্টি আরও বাড়তে পারে।

শেষ পর্যন্ত মেয়রের ফোনে মানভঞ্জন পারিষদের

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ফোন মেয়র পরিষদ তারক সিংহকে। আর তাতেই ইস্তফার মত বদল করার ইঙ্গিত দিলেন তিনি।

কলকাতা শহরে জমা জলের সমস্যা নিয়ে মেয়র ক্ষোভপ্রকাশ করায় শনিবারই পদত্যাগ করবেন বলে জানিয়েছিলেন মেয়র পারিষদ তারক সিং। বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু হয় বিভিন্ন মহলে।

শনিবার মেয়র পারিষদ তারক বলেছেন, "আমাকে মেয়র ফোন করেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, শহরে জমা জলের সমস্যা নিয়ে আমাকে কিছু বলেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের ভূমিকায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন। আমাদের মধ্যে কোনও সমস্যা আগেও ছিল না, এখনও নেই।"

মেয়রের ফোনের পর কি তিনি ইস্তফার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন? এমন প্রশ্নের জবাবে মেয়র পারিষদ (নিকাশি) বলেন, "আমার শরীর ভাল নেই। তাই আজ (শনিবার) হয়তো কোথাও যেতে পারব না। আর এখনও আমি আমার ইস্তফা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি।"তবে কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, মেয়রের ফোনের পর মানভঞ্জন হয়েছে তারকের। তাই আর পদত্যাগ করে দল বা মেয়রের অস্বস্তি বৃদ্ধি করতে নারাজ প্রবীণ এই নেতা।

আদিত্য এল-১-র সফল উৎক্ষেপণে ইসরোকে অভিনন্দন জিতেন্দ্র সিং-এর

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং আদিত্য এল-১ মিশনের সফল উৎক্ষেপণের জন্য দেশ ও ইসরোকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, আজ আদিত্য এল-১-এর উৎক্ষেপণ শুধু দেশ নয়, গোটা বিশ্ব দেখেছে। এটা সত্যিই ভারতের জন্য একটি গৌরবময় মুহূর্ত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জিতেন্দ্র সিং বলেন, তিনি মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রকে উৎসাহ দিয়েছেন, এবং দেশের মানুষকে বুঝিয়েছেন যে আকাশের কোন সীমা নেই।

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, আদিত্য মিশনকে সফল করতে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা কঠোর পরিশ্রম করেছেন। বছরের পর বছর পরিশ্রম করার পর এই মুহূর্ত আসে, এই মুহূর্তটি জাতির কাছে অঙ্গীকার পূরণের মুহূর্ত। আদিত্য এল-১-এর সফল উৎক্ষেপণ আমাদের কর্মসংস্কৃতিতে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান এবং সম্পূর্ণ জাতির দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ, যেটা আমরা আমাদের কর্ম-সংস্কৃতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে বালি-জগাছার মামলা খারিজ আদালতের

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত বালি-জগাছার একটি মামলা খারিজ করলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে মামলা খারিজ করল আদালত।

অশান্তির কিছু ছবি ধরা পড়লেও এর ভিত্তিতে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানাল আদালত। তবে পুলিশ তার তদন্ত চালিয়ে নিয়ে যাবে বলে নির্দেশ আদালতের। বালির ওই গণনা কেন্দ্রের সিসিটিভি ফুটেজ এজলাসে বসে দেখলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। গত ১১ জুলাই পঞ্চায়েত নির্বাচনের গননার দিন ব্যালট লুঠ ও সিপিআইএম কর্মীদের মারধরের অভিযোগ ওঠে। সিপিআইএম এর পক্ষে ভোট দেওয়া ব্যালট ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে সিপিআইএম। বালি দুর্গাপুর পল্লীমঙ্গল বিদ্যামন্দির গণনা কেন্দ্রে সকাল ১১ টা থেকে ১১:৩০ টার মধ্যে এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন সিপিএমের বালি — জগাছা উত্তর এরিয়া কমিটির সম্পাদক দেবীপ্রসাদ ভৌমিক।এদিন বিচারপতি জানতে চান মামলাকারি এসেছেন? না বলে উত্তরে জানালেন মামলাকারির আইনজীবী। এরপর বিচারপতি বলেন, কেন? আমি তো আসতে বলেছিলাম, না আসলে সনাক্ত করবে কে? কারোর তো আসা উচিত ছিল মন্তব্য বিচারপতির। ১১:১৫ মিনিটের একটা ফুটেজ দেখতে পাচ্ছি, কিছু একটা হচ্ছে, মনে হচ্ছে তর্কাতর্কি চলছে। কিন্তু এটা দেখে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব না, অন্য কোনও ক্যামেরা থাকলে হয়তো কিছু বোঝা যেত জানালেন বিচারপতি।

এশিয়া কাপ : বৃষ্টিতে বন্ধ খেলা, ভারত ১৫-০

ক্যান্ডি, ২ সেপ্টেম্বর(হি.স.): টসে জিতে ভারত ব্যাট করছে।খেলা চার ওভারেই শুরু বৃষ্টি। বৃষ্টি হবে ইঙ্গিতই ছিল। আপাতত খেলা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন আম্পায়াররা। ভারতের স্কোর ৪.২ ওভার শেষে ভারতের স্কোর বিনা উইকেটে ১৫। ভারতের দুই ওপেনার রোহিত শর্মা এবং গিল মাঠে। ভারতের একাদশ: রোহিত শর্মা, শুভমান গিল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, ঈশান কিষান, হার্দিক পাণ্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা, শার্দূল ঠাকুর, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সিরাজ, যশপ্রীত বুমরাহ

পাকিস্তানের একাদশ: ফখর জামান, ইমামউল হক, বাবর

মধ্যপ্রদেশে ভগবান মহাকাল দর্শনে সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড প্রধান এবং ডিআরডিও মহাপরিচালক

উজ্জয়ীনি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : মধ্যপ্রদেশে ভগবান মহাকাল দর্শনে যান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড প্রধান এবং ডিআরডিও মহাপরিচালক। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল রানা প্রতাপ কলিতা, ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও) ---র ডিরেক্টর জেনারেল ডক্টর চন্দ্রিকা কৌশিক শনিবার ভগবান মহাকালের দর্শন করতে যান।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ডেপুটি গভর্নর টি রবিশঙ্করও ভগবান মহাকাল মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন। শনিবার সকালে ভগবান মহাকালের ভস্ম আরতিতে লেফটেন্যান্ট জেনারেল রানা প্রতাপ কলিতা, ডক্টর চন্দ্রিকা কৌশিক এবং টি রবিশঙ্কর অংশ নেন। ভস্ম আরতি শেষ হওয়ার পর রূপার ফটক থেকে মহাকালের দর্শন করানো হয়। তারপর নন্দী হলে বসে আশীর্বাদ নেন সকলে। মহাকালেশ্বর মন্দির পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে কালেক্টর কুমার পুরুষোত্তম এবং প্রশাসক ও অতিরিক্ত কালেক্টর সন্দীপ সোনি মন্দিরে উপস্থিত তিনজনকে মহাকালেশ্বরের ছবি, উত্তরীয় বস্ত্র ও প্রসাদ উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন। এই সময় মন্দির প্রাঙ্গণে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে মন্দির কর্তৃপক্ষ।

শনিবার ভোর ৩টে নাগাদ মহাকালেশ্বর মন্দিরে ভস্মআরতীর সময় মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হয়। ভগবান মহাকালকে জলাভিষেক করার পর দুধ, দই, ঘি, চিনি, মধু ও ফলের রস দিয়ে তৈরি পঞ্চামৃত দিয়ে পুজো করা হয়। বাবা মহাকাল দৈবভাবে শণ, চন্দন, শুকনো ফল এবং গহনা দিয়ে সজ্জিত ছিলেন। কপালে তিলক ও চন্দনের ত্রিপুণ্ড নিবেদন করা হয় এবং ভগবান মহাকালকে ভস্ম নিবেদন করা হয়। অবশিষ্টনাগের রৌপ্য মুকুট, রৌপ্য মুণ্ডমাল ও রুদ্রাক্ষ জপমালা সহ সুগন্ধি ফুলের মালা পরানো হয়। ফল ও মিষ্টি নিবেদন করা হয়। মহানির্বাণী আখড়ার পক্ষ থেকে ভগবান মহাকালকে ভস্ম নিবেদন করা হয়।

দুষ্কৃতীদের তোলাবাজির প্রতিবাদ, দোকান বন্ধ রেখে পথে ব্যবসায়ীরা

হুগলি, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দুষ্কৃতীদের লাগাতার তোলাবাজি, হুমকি এবং নানা ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবার রাস্তায় নামলেন এলাকার ব্যবসায়ীরা। হুমকি ও তোলাবাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে শনিবার দোকানপাট সব কিছু বন্ধ রেখে আরামবাগ -কলকাতা রাজ্য সড়কে জমায়েত করেন ব্যবসায়ীরা।

তাঁরা অবরোধের হুমকি দেন। পুলিশের অনুরোধে অবশ্য তাঁরা অবরোধে নামেননি।

ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভের খবর পেয়ে হরিণখোলা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পার্থ হাজারি এলাকায় আসেন। যারা অপরাধমূলক এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন প্রধান।

এরপরই ব্যবসায়ীরা বিক্ষোভ তুলে নিয়ে দোকানপাট খোলেন। যদিও তাঁরা হুমকি দেন, প্রধানের আশ্বাস মতো তোলাবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে অদূর ভবিষ্যতে বড় আন্দোলনের পথে নামবেন। স্থানীয় সূত্রের খবর, আরামবাগের মায়াপুর বাস স্ট্যান্ড এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে দুষ্কৃতীরা তোলাবাজি চালাচ্ছে। তারা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বড় অঙ্কের টাকা চাইছে। না দিতে চাইলেই ওই দুষ্কৃতীরা হুমকি দিচ্ছে। এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন ব্যবসায়ীরা। শনিবার প্রায় ৪০০ দোকানদার এক হয়ে মায়াপুর বাসস্ট্যান্ডে অবস্থান বিক্ষোভ করার সিদ্ধান্ত নেন। সেইমতো তাঁরা রাজ্য সড়কে জড়ো হন। ব্যবসায়ীদের জমায়েতের খবর পেয়েই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। অফিসাররা বুঝিয়ে সুঝিয়ে ব্যবসায়ীদের অবরোধ করা থেকে নিরস্ত করেন।

চন্দ্রযান-৩-এর প্রজ্ঞান রোভার চাঁদে ১০০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আদিত্য এল-১-এর সফল উৎক্ষেপণের পর চন্দ্রযান-৩ সক্রান্ত একটি সুখবর রয়েছে।

চন্দ্রযান-৩-এর প্রজ্ঞান রোভার এখনও পর্য্যন্ত চন্দ্র পৃষ্ঠে ১০০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে। চাঁদে প্রজ্ঞান রোভারের যাত্রার মানচিত্র প্রকাশ করেছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা- ইসরো।

শনিবার, ইসরো এক্স- এ পোস্ট করে জানিয়েছে, প্রজ্ঞান রোভার চাঁদে ১০০ মিটারেরও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে।

এশিয়া কাপ : বৃষ্টিতে বন্ধ খেলা, ভারত ১৫-০

ক্যান্ডি, ২ সেপ্টেম্বর(হি.স.): টসে জিতে ভারত ব্যাট করছে।খেলা চার ওভারেই শুরু বৃষ্টি। বৃষ্টি হবে ইঙ্গিতই ছিল। আপাতত খেলা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন আম্পায়াররা। ভারতের স্কোর ৪.২ ওভার শেষে ভারতের স্কোর বিনা উইকেটে ১৫। ভারতের দুই ওপেনার রোহিত শর্মা এবং গিল মাঠে। ভারতের একাদশ: রোহিত শর্মা, শুভমান গিল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, ঈশান কিষান, হার্দিক পাণ্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা, শার্দূল ঠাকুর, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সিরাজ, যশপ্রীত বুমরাহ

পাকিস্তানের একাদশ: ফখর জামান, ইমামউল হক, বাবর

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

জলখাবারে রাখুন ভিনদেশি প্যানকেক

পুজোর মানেই জমিয়ে পেটপুজো! লুচি-আলুরদম থেকে পোলাও-কালিয়া, কিচ্ছুটি বাদ থাকে না। চেনা খাবারে একঘেয়েমি এসে গেলে উতবের দিনগুলোয় বরং একটু স্বাদ বদল হোক? পাতে থাক ভিনদেশি কিছু রান্না। অল্প সময়ে রেঁধে নেওয়ার মতো একটি পদ নিঃসন্দেহে প্যানকেক। এই প্রতিবেদনে রইল রন্ধন-প্রণালী। মার্কিনি এই প্রাতরাশের উল্লেখ মেলে প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সাহিত্যেও। মিষ্টি প্রেমী হলে ঝটপট শিখে ফেলুন প্যানকেক রান্নার সহজ উপায়। জেনে নিন কী কী লাগবে উপকরণ, দু'জনের জন্য কী ভাবেই বা তৈরি করবেন ৫ বা ৬টি প্যানকেক।

উপকরণ

ডিম ২টি
চিনি ১/২ কাপ
নুন এক চিমটে
দুধ ১ কাপ)
সাদা তেল / মাখন ৫০ গ্রাম
ভ্যানিলা এক্সট্র্যাক্ট ১ চা চামচ
ময়দা ১ কাপ বেকিং পাউডার ১ চা চামচ মধু (উপরে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিমাণ মতো) প্রণালী

প্রথমে একটি বড় বাটিতে দু'টি ডিম ফেটিয়ে নিন। তাতে চিনি, নুন এবং দুধ মিশিয়ে সাদা তেল ঢালুন। রসনাকে আরও একটু প্রশ্রয় দিতে চান? তেলের বদলে একটু মাখন গলিয়ে নিয়ে ঢালুন মিশ্রণে। সুগন্ধের জন্য এ বার মেশান ভ্যানিলা এক্সট্র্যাক্ট। হুইস্কার বা বিটার দিয়ে ভাল ভাবে মিশ্রণটিকে নেড়েচেড়ে নিন। অন্য একটি পাত্রে ময়দা এবং বেকিং পাউডার মিশিয়ে নিন। এক হাতে মিশ্রণটি নাড়ানো বন্ধ না করে, অন্য হাতে তাতে ধীরে ধীরে এই ময়দা ও বেকিং পাউডারের মিশেলটি ঢালতে থাকুন। খেয়াল রাখুন ময়দা যেন কোনও ভাবেই দলা পাকিয়ে না যায়। মিশ্রণ আঠালো না হওয়া পর্যন্ত নাড়তেই থাকুন। এর পরে একটি চাটু বা তাওয়ায় সামান্য তেল ব্রাশ দিয়ে মাখিয়ে নিন। তেল গরম হলে আপনার মিশ্রণ থেকে অর্ধেক কাপ তুলে নিয়ে তা গোলাকারে ছড়িয়ে দিন তাওয়ায়। মাঝারি আঁচে এক থেকে দেড় মিনিট রাখলে মিশ্রণে বুদবুদ তৈরি বন্ধ হয়ে যাবে। এই সময়ে খুন্তি নিয়ে অতি সাবধানে উল্টে দিন। একই ভাবে মিনিট দেড়েক সেঁকে দু'দিকেই বাদামি রঙের হালকা রং এলে তাওয়া থেকে প্যানকেক নামিয়ে রাখুন থালায়। মাথায় রাখবেন, সময়ের খানিক এদিক-ওদিক হলেই প্যানকেক হয় কাঁচা থেকে যাবে, কিংবা পুড়ে যাবে। বাকি মিশ্রণটিও শেষ করুন একই ভাবে। পাঁচ-ছ'টি প্যানকেক তৈরি হলে একটির উপরে অন্যটি চাপিয়ে সাজিয়ে নিন প্লেটে। ব্যস! পরিবেশনের আগে উপরে ছড়িয়ে দিন মধু।

গণেশ পুজোয় মোদক বানান বাড়িতেই

শিব-পার্বতীর পুত্র গণেশ। সিদ্ধিদাতা গণেশ নাকি মিষ্টি খেতে খুব ভালবাসেন। মোদক হল তাঁর প্রিয় মিষ্টি। ধর্মকথা বলে, একবার কুবেরের বাড়িতে ভোজনে গিয়ে নাকি সব খাবার একাই খেয়ে ফেলেছিলেন তিনি। গণেশ পুজো মানেই কিন্তু মোদক। মুম্বইতে খুব জনপ্রিয় হলেও বাংলায় এই মিষ্টির চল খুবই কম। পাওয়া যায় না চট করে।

তাই বাড়িতেই চট করে বানিয়ে নিন মোদক। এই প্রতিবেদনে আপনাদের জন্য রইল সহজে মোদক বানানোর রেসিপি।

উপকরণ

চালের গুঁড়ো ১ কাপ
কোরানো নারকেল ১ কাপ
সাদা তেল ১/২ চামচ
গুড় ১ কাপ
ছোট এলাচ ২ টি
নুন ১/২ চা চামচ

প্রণালী

মোদক বানানোর প্রক্রিয়া প্রথমে এলাচ গুলি গুঁড়ো করে নিন। এর পর গ্যাসে হালকা আঁচে প্যান বসিয়ে খানিকক্ষণ কোরানো নারকেলটি ভাল করে নেড়ে নামিয়ে রাখুন। অন্য একটি পাত্র বসিয়ে তাতে জল ফুটতে বসিয়ে দিন। জল ফুটে গেলে তাতে গুড়টি ঢেলে দিন। ঘন হয়ে এলে নারকেল কোরানো এবং এলাচের গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। মিশ্রণটি একটু থকথকে হয়ে এলে গ্যাস বন্ধ করে নামিয়ে রাখুন।

মিশ্রণটি ঠাণ্ডা হতে রেখে দিন। ততক্ষণে আপনি অন্য একটি জায়গায় চালের গুঁড়োর সঙ্গে নুন এবং তেল মিশিয়ে গরম জল দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। তার পর লেচি কেটে নিন। লেচি গুলির ভিতরে মিশ্রণটি পুরে হাতের সাহায্যে মোদকের মতো আকার দিয়ে দিন। এই সময় আপনি ছাঁচের ব্যবহার করতে পারেন। সব শেষে একটি পাত্রে জল দিয়ে এই মোদকগুলিকে ভাপে বসিয়ে দিন। সেদ্ধ হয়ে গেলেই তৈরি সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রিয় মোদক। সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়ে ঠাকুরকে অর্পণ করুন।গণেশ পুজোয় মোদক বানান বাড়িতেই শিব-পার্বতীর পুত্র গণেশ। সিদ্ধিদাতা গণেশ নাকি মিষ্টি খেতে খুব ভালবাসেন। মোদক হল তাঁর প্রিয় মিষ্টি। ধর্মকথা বলে, একবার কুবেরের বাড়িতে ভোজনে গিয়ে নাকি সব খাবার একাই খেয়ে ফেলেছিলেন তিনি। গণেশ পুজো মানেই কিন্তু মোদক। মুম্বইতে খুব জনপ্রিয় হলেও বাংলায় এই মিষ্টির চল খুবই কম। পাওয়া যায় না চট করে।

তাই বাড়িতেই চট করে বানিয়ে নিন মোদক। এই প্রতিবেদনে আপনাদের জন্য রইল সহজে মোদক বানানোর রেসিপি।

উপকরণ চালের গুঁড়ো ১ কাপ কোরানো নারকেল ১ কাপ সাদা তেল ১/২ চামচ গুড় ১ কাপ ছোট এলাচ ২ টি নুন ১/২ চা চামচ

প্রণালী মোদক বানানোর প্রক্রিয়া প্রথমে এলাচ গুলি গুঁড়ো করে নিন। এর পর গ্যাসে হালকা আঁচে প্যান বসিয়ে খানিকক্ষণ কোরানো নারকেলটি ভাল করে নেড়ে নামিয়ে রাখুন। অন্য একটি পাত্র বসিয়ে তাতে জল ফুটতে বসিয়ে দিন। জল ফুটে গেলে তাতে গুড়টি ঢেলে দিন। ঘন হয়ে এলে নারকেল কোরানো এবং এলাচের গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। মিশ্রণটি একটু থকথকে হয়ে এলে গ্যাস বন্ধ করে নামিয়ে রাখুন।

মিশ্রণটি ঠাণ্ডা হতে রেখে দিন। ততক্ষণে আপনি অন্য একটি জায়গায় চালের গুঁড়োর সঙ্গে নুন এবং তেল মিশিয়ে গরম জল দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। তার পর লেচি কেটে নিন। লেচি গুলির ভিতরে মিশ্রণটি পুরে হাতের সাহায্যে মোদকের মতো আকার দিয়ে দিন। এই সময় আপনি ছাঁচের ব্যবহার করতে পারেন। সব শেষে একটি পাত্রে জল দিয়ে এই মোদকগুলিকে ভাপে বসিয়ে দিন। সেদ্ধ হয়ে গেলেই তৈরি সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রিয় মোদক। সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়ে ঠাকুরকে অর্পণ করুন।

রাজস্থানি মিষ্টির স্বাদে উৎসবে আসুক অভিনবত্বের ছোঁয়া

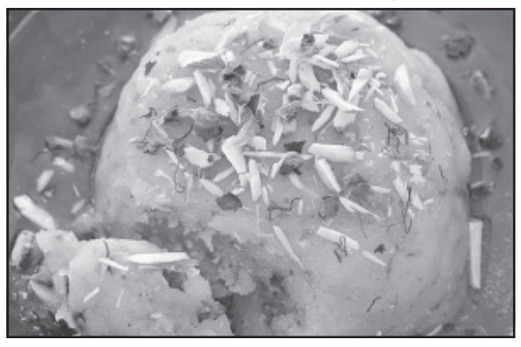

সারা বছরই তো রসগোল্লা-সন্দেশে দিন কাটে। এ বার পুজোয় নতুন কিছু মিষ্টিতে চমকে দেবেন নাকি বাড়ির সবাইকে? বানিয়ে ফেলতে পারেন রাজস্থানি মুগ ডালের হালুয়া। উত্তর ভারতে উতবের আমেজের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকে সুস্বাদু এই মিষ্টি।

কী ভাবে বানাবেন রাজস্থানি মুগ ডালের হালুয়া?

উপকরণ

মুগ ডাল: ১ কাপ
ঘি: ১/২ কাপ
সুজি: ১ টেবিল চামচ
দুধ: ২ কাপ
চিনি: ১ কাপ
কাজুবাদাম (ছোট ছোট টুকরো করো কাটা) কাঠবাদাম (ছোট ছোট টুকরো করো কাটা) এলাচ গুঁড়ো: ১/২ চা চামচ জল: পরিমাণ মতো নানজাফরান: এক চিমটে

প্রণালী

ভাল করে ডাল ধুয়ে দু'ঘণ্টার জন্য ভিজিয়ে রাখুন। তার পরে পুরোপুরি জল ঝরিয়ে নিয়ে ডাল বেটে আলাদা করে রেখে দিন। এ বার কড়াইয়ে ঘি আর সুজি নিয়ে অল্প আঁচে নাড়তে থাকুন। সুজির গন্ধ বেরোলে তার মধ্যে মুগ ডাল বাটা দিয়ে দিন। মাঝারি আঁচে রেখে মিশ্রণটি নাড়তে থাকুন, যাতে মুগ ডালের সঙ্গে ঘি একেবারে মিশে যায়। ধীরে ধীরে মিশ্রণটি মুচমুচে হয়ে আসবে। এই সময়ে দুধ দিয়ে দিন। তার পরে উপরে দিন জাফরান।

ক্রমাগত নাড়তে থাকুন, যত ক্ষণ না দুধের সঙ্গে মুগ ডালের মিশ্রণটি একেবারে মিশে যায়। ভাল মতো পুরোটা মিশে গেলে চিনি দিয়ে দিন। চিনি গলে গিয়ে মিশে গেলে এ বার অল্প আঁচে নাড়তে থাকুন। মিশ্রণের চেহারা মোটামুটি মসৃণ হয়ে ধীরে ধীরে গাঢ় সোনালি রং হয়ে এলে ঘি ছেড়ে আসবে। তার পরে কাজুবাদাম, কাঠবাদাম, আর এলাচ গুঁড়ো দিয়ে খানিকক্ষণ নাড়িয়ে নামিয়ে নিন। এ বার আরও কিছু বাদামকুচি উপরে ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

খিচুড়ির সঙ্গে রকমারি বড়া

পুজোর আগে বা উৎসবের দিনে, ঝিরঝিরে বৃষ্টি মানেই বাঙালির হেঁশেলে খিচুড়ির হাঁড়ি। সঙ্গে অবশ্যই ভাজভুজি। তবে খিচুড়ির সঙ্গে কিন্তু আরও একটি পদ খুব ভাল যায়। তা হল বড়া। শুধু পোস্তর বড়া বা মাছের ডিমের বড়া নয়, এ ছাড়াও রকমারি বড়া হতে পারে, যার সঙ্গে খিচুড়ি জমে যাবে একদম! রইল তালিকা। পলতা পাতার বড়া বা ধনেপাতার বড়া

১ কাপ কুচোনো ধনেপাতা, ১টা ছোট লঙ্কা, ১টা পেঁয়াজ, প্রয়োজন মতো হলুদ গুঁড়ো, নুন, এক টেবিল চামচ রাইস ফ্লাওয়ার, সাড়ে তিন টেবিল চামচ বেসন নিয়ে একটা বাটিতে ভাল করে মিশিয়ে নিন। ১০-২০ মিনিট রেখে দেওয়ার পরে হাফ চামচ জল দিয়ে দিন মিশ্রণে। তার পরে একটু জল টেনে নিলে আধ কাপ তেলে ভাল করে ভেজে নিন বড়াগুলি। তৈরি খিচুড়ির পাতে পলতা পাতার বড়া।

বকফুলের বড়া

বকফুলের বড়া বানাতে সবার আগে ফুলগুলি জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে বোঁটা ছাড়িয়ে নিন। তার পর ১৫০ গ্রাম বেসনের সঙ্গে একটু সোডা দু'-তিন ঘণ্টা রেখে দিয়ে আধ চামচ চাট মশলা, স্বাদমতো বিটনুন, হলুদ এক টেবিল চামচ, এক টেবিল চামচ শুকনো লঙ্কা, দুটো কুচনো কাঁচা লঙ্কা মিশিয়ে নিন। তারপর সাদা তেলে কড়কড়ে বাদামি রং হওয়া পর্যন্ত ভাজুন।

পুঁই শাকের বড়া

কুচনো পুঁই শাক, আদা-রসুন বাটা, রাইস ফ্লাওয়ার, হলুদ, জিরে, লঙ্কা ও পেঁয়াজ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন একটা বাটিতে। মুগ ডাল ২-৩ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে বেটে নেবেন। তার পরে দুটো মিশ্রণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এ বার অল্প অল্প করে নিয়ে গরম তেলে বাদামি হওয়া অবধি ভাজুন।

পাট পাতার বড়া

বাঙালির হেঁশেলে খুব পরিচিত পদ পাট পাতার বড়া। গোটা গোটা পাট পাতা ভাল করে ধুয়ে রাখুন। আর একটা বাটিতে রাইস ফ্লাওয়ার, হলুদ গুঁড়ো, কালো জিরে, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, বেকিং সোডা, স্বাদ মতো নুন নিয়ে মিশিয়ে নিন। তাতে অল্প জল দিয়ে ভারী মিশ্রণ বানিয়ে নিন। তার পরে গোটা পাট পাতা সেই মিশ্রণে মাখিয়ে সর্ষের তেলে ভেজে নিন।

আলু খোসার বড়া-

খিচুড়ির সঙ্গে পাতে যদি থাকে আলু খোসার বড়া, তা হলে তো কথাই নেই। নিতান্তই সহজে বানিয়ে নেওয়া যায় এই পদ। মাঝারি সাইজের আলু ৬ পিস মতো নিয়ে একটু মোটা করে খোসাটা ছাড়িয়ে নিন। এ বার ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে খোসাগুলি ঝিরিঝিরি করে কেটে নিন। তারপর নিন এক চিমটি কালো জিরে, এক চিমটি জোয়ান, একটা শুকনো লঙ্কার কুচি, এক চা চামচ ধনেপাতা কুচি, এক টেবিল চামচ বেসন, এক চা চামচ চাল গুড়ি। সমস্ত উপকরণ খুব ভাল করে মেখে নিয়ে কড়াইতে অল্প তেল দিয়ে মিশ্রণটিকে চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা আকারে বড়া তৈরি করে অল্প আঁচে একটু সময় নিয়ে ভেজে নিন।

কিমা বড়া

যদি নিরামিষ বড়া মন না চায়, কিমা বড়া করলেই হয়। ২০০ গ্রাম মতো চিকেন অথবা মাটন কিমা অল্প নুন দিয়ে একটু সেদ্ধ করে নিন। তাতে মিশিয়ে নিন একটা ছোট আকারের আলু সেদ্ধ কুরানো, একটা মাঝারি মাপের পেঁয়াজ কুচি, এক চা চামচ রসুন কুচি ,এক চা চামচ ধনেপাতা কুচি, একটা শুকনো লঙ্কার কুচি, একটা কাঁচা লঙ্কার কুচি, হাফ চা চামচ বেকিং পাউডার, এক টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, এক চা চামচ ময়দা , স্বাদ অনুযায়ী লবণ, এক চিমটি চিনি, ছোট এলাচ ও দারচিনির গুঁড়ো এক চিমটি। উপকরণগুলি ভাল করে মেখে মিশ্রণটিকে চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা বড়ার আকারে মাঝারি আঁচে একটু সময় দিয়ে ভেজে নিন।

দেশি সবজিতেই বানিয়ে ফেলুন ভিনদেশি অভিনব পদ

বাড়িতে বাচ্চা থাকলে তাকে শাকসবজি খাওয়াতে জীবন প্রায় জেরবার হয়ে যায়! কিন্তু খাওয়াতে তো হবে। নতুন কোনও উপায়ে কিন্তু আপনার সন্তানকে অনায়াসেই শাকসবজি খাওয়াতে পারেন। এই পুজোয় সবজি দিয়েই বানিয়ে ফেলুন না নতুন ধরনের কোনও রেসিপি! এই যেমন, ভিনদেশি পদ ভেজিটেবল পট পাই।

উপকরণ- লাউ, পেঁপে, মিষ্টি কুমড়ো, বরবটি, ৪ কাপ গাজর, চিকেন ব্রেস্ট আধ কাপের মতো, ১টি চিকেন স্টক কিউব। ১ চা চামচ আদা-রসুন বাটা, ১ কাপ সাদা সস, ১ টেবিল চামচ রসুন কুচি, ২ চা চামচ কাঁচা লঙ্কা কুচি, ধনেপাতা, ১ চা চামচ সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো, ১/২ চা চামচ অরিগ্যানো, ১ চা চামচ তুলসি পাতা, ৩ টেবিল চামচ সয়াবিন তেল, পরিমাণ মতো নুন, ২ টো ১০ ইঞ্চির পাই পেস্ট্রি শিট। প্রণালী- সবজির খোসা ছাড়িয়ে মাঝারি আকারের কিউব করে কেটে নিয়ে আধ সেদ্ধ করে নিন। আদা রসুন বাটা এবং নুন মিশিয়ে চিকেন সেদ্ধ করুন। সেদ্ধ মাংস ছোট ছোট টুকরো করে নিন। প্যানে তেল গরম করে রসুন কুচি ভেজে নিন। সেদ্ধ করে রাখা সবজিগুলি ঢেলে দিয়ে সাঁতলে নিন এর পর। এর পরে চিকেন স্টক, সেদ্ধ করে রাখা চিকেন ও অন্যান্য উপকরণ একে একে মিশিয়ে নাড়তে থাকুন। রান্না হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। এর পর আভেনপ্রুফ ডিশে পাই পেস্ট্রি শিট বসিয়ে নিন। সবজি ঢেলে দিন এর উপরে। সবজির স্তরের পর আর একটা শিট বসিয়ে দিন। ছুরি দিয়ে ডিজাইন করে দাগ কেটে নিন তাতে। এর পরে ওভেনে ১৮০ ডিগ্রিতে বেক করে নিন ২৫ থেকে ৩০ মিনিট। নতুন স্বাদের ভেজিটেবল পট পাই তৈরি!

চটজলদি অভিনব দই চাট

পুজোর দিন। সন্ধেবেলা ভিড়ে বেরোতে ইচ্ছে করছে না। এদিকে মুখরোচক টুকটাক খাবারের জন্য মন ছটফট। ক'টা জিনিস আগে ভাগে কিনে রাখুন। আর তা দিয়েই চটজলদি বানিয়ে নিতে পারেন সাত স্তরের অভিনব দই চাট। ৮ জনের খাবার জন্য রেসিপি রইল এই প্রতিবেদনে।

সাত স্তরের দই চাটের প্রত্যেক স্তরে কী কী থাকবে প্রধাণ উপকরণ থাকবে- ১।অঙ্কুর বের হওয়া মুগডাল, ২।ধোকলা, ৩।মুচমুচে পাপড়ি, ৪। তেঁতুলের চাটনি সহ টক মিষ্টি বোঁদে, ৫। ঝাল ঝাল করে মাখা আলু, ৬। দই, ৭। নানা ধরনের টক ও মিষ্টি চাটনি। প্রত্যেক স্তরের স্বাদ ও ধরন মিলেমিশে এই অভিনব চাটের উদ্ভব মূলত উত্তর ভারতে।

কীভাবে বানাবেন- আলাদা করে বাড়তি উপকরণের তালিকা না দিয়ে সরাসরি রান্নার কথায় যাই। এখানেই উপকরণ কী কী লাগবে এবং তার পরিমাণ কতটা, বুঝে নিতে অসুবিধে হবে না। প্রথমে, ৩টে মাঝারি মাপের আলুর সঙ্গে ছোট মাপের অর্ধেক বিট, ১ টেবিল চামচ চাট মশলা, অর্ধেক টেবিল চামচ ভাজা জিরে, ১ টেবিল চামচ শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো ও স্বাদমতো নুন, সবকিছু এক সঙ্গে নিয়ে ভাল করে মেখে নিন। প্রয়োজন মতো আরও নুন ও মশলা যোগ করতে পারেন।

তারপর, দু'কাপ অঙ্কুর বের হওয়া মুগডাল একটা প্যানে নিয়ে কম থেকে মাঝারি আঁচে ১ টেবিল চামচ তেল দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন। কমপক্ষে দু'মিনিট রান্না বা গরম হতে দিন। লক্ষ রাখুন যাতে মুচমুচে ভাবটা চলে না যায়। তারপর গ্যাস বন্ধ করে ১ টেবিল চামচ শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, অর্ধেক টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো ও স্বাদমতো নুন দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন মুগডালের সঙ্গে, আর আলাদা পাত্রে ঢাকা দিয়ে রাখুন।

এরপরে, দইয়ের স্তরকে মনের মতো সুস্বাদু করে তুলতে অর্ধেক কাপ দুধ, দু'কাপ দই, অর্ধেক টেবিল চামচ নুন এবং দু'টেবিল চামচ চিনি একটা পাত্রে নিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন, যতক্ষণ না তরল দইয়ের মিশ্রণ তৈরি হয়। তারপর সব উপকরণ একসঙ্গে মেশানোর আগে দেড় কাপ মশলা বোঁদে আর তিন টেবিল চামচ তেঁতুলের চাটনি মিশিয়ে নিন ভাল করে। পরের স্তরটির জন্য আগে থেকে কিনে রাখা পাঁচ থেকে ছ'টা ধোকলা মিহি করে নিন।

সব উপকরণ দিয়ে প্রত্যেক স্তর বানিয়ে নেওয়ার পরে, আলাদা করে সাজিয়ে নিন একটার পর একটা স্তর। যে বাটিতে পরিবেশন করছেন তাতে প্রথমে গুঁড়ো করা পাপড়ির একটা স্তর সাজান। তার উপরে আলুমাখা ধীরে ধীরে চেপে বসিয়ে দিন। এরপর প্রথমে পাতলা দইয়ের স্তর দিয়ে তাঁর উপরে মুগডালের স্তর দিন। তার পর ধনেপাতা আর পুদিনাপাতা দিয়ে তৈরি সবুজ চাটনি, বোঁদে ও তেঁতুলের চাটনি রেখে তার উপরে গুঁড়ো করা ধোকলার স্তর দিয়ে সাজিয়ে নিন। সবশেষে আরও একবার পাতলা দই ও চাটনির স্তর দিয়ে তার উপরে মুচমুচে ঝুরিভাজা, এক চতুর্থাংশ কাপ বেদানা ছড়িয়ে দিন। ব্যস, এভাবেই তৈরি করে নিতে পারেন অভিনব এই দই চাট।

ফিট থাকতে বেশি খাওয়ার প্রবণতা কমাবেন কী ভাবে?

সামনেই উৎসবের মরসুম। ওজন ঝরিয়ে ফিট থাকার জন্য ইতিমধ্যেই জিমের মেম্বারশিপ নিয়ে ফেলেছেন অনেকেই। সকাল সকাল জিমে গিয়ে ঘাম ঝরাতেও শুরু করেছেন কেউ কেউ। শরীরচর্চায় ফাঁকি না দিলেও সমস্যাটা অন্য জায়গায়। পছন্দের খাবার সামনে এলেই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেন না। অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে জিমে গিয়ে কসরত করার সমস্ত চেষ্টাই বৃথা হয়।

মনের মতো খাবার চোখের সামনে দেখেই পুরোটা খেয়ে নিলেন। আসলে প্রিয় খাবার পাতে পড়লে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খেয়ে ফেলে স্বাভাবিক। অনেক সময়, কষ্ট হলেও লোকে আরও বেশি করে খেয়ে ফেলেন। এতে হজমের গোলমাল শুরু হয়। শুধু তা-ই নয়, এর ফলে ওজন বেড়ে যাওয়ার মতো আরও অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিয়েবাড়ি হোক কিংবা অফিসের পার্টি, রেস্তরাঁয় বুফে খাওয়া হোক বা বাড়িতে উতবের ভূরিভোজ অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা কী ভাবে কমাবেন রইল হদিস।

১) কোনও রেস্তরাঁয় যাওয়ার আগে কিংবা কোনও নিমন্ত্রণ বাড়িতে যাওয়ার আগে কখনওই খালি পেটে থাকবেন না। সময় মতো প্রাতরাশ ও দুপুরের খাবার অবশ্যই খেতে হবে। খালি পেটে থাকলেই পছন্দের খাবার বেশি খেয়ে ফেলার প্রবণতা বাড়ে। তাই খেতে যাওয়ার আগে পেট একেবারে খালি রাখা চলবে না। বেশি খেয়ে ফেললেই শুরু হয় হজমের গোলমাল।

২) বুফেতে গেলেই আমদের সব কিছু চেখে দেখার প্রবণতা থাকে। এই করতে গিয়েই আমরা অনেক বেশি খেয়ে ফেলি। তবে চেষ্টা করুন স্টাটার্স বেশি করে খাওয়ার। কবাবজাতীয় খাবার খেয়ে পেট ভরান। মেন কোর্সে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে শেষে অল্প মিষ্টিমুখ করতে পারেন।

৩) একসঙ্গে বেশি খাবার খেয়ে নেওয়ার প্রবণতা থাকলে যে খাবারগুলিতে ক্যালোরির পরিমাণ কম, সেগুলি খেতে পারেন। তা হলে অন্তত ওজন বেড়ে যাওয়া কিছুটা হলেও আটকানো যাবে। বেশি ফ্যাট আর ক্যালোরিযুক্ত খাবার একসঙ্গে খেলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সত্যিই সম্ভব নয়। নরম পানীয় ও সোডাযুক্ত পানীয়ও এড়িয়ে চলুন। ৪) তাড়াহুড়ো করে খেলে বেশি খাবার খেয়ে নেওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই হাতে সময় নিয়ে খেতে বসুন। প্রতিটি গ্রাস অল্প অল্প করে মুখে তুলুন। উপভোগ করে খাবার খেলে দেখবেন, পেট এবং মন দুই-ই ভরছে। আবার শরীরও সুস্থ থাকছে।

গ্লোবাল ফিনান্স সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কার হিসেবে সেরার শিরোপা পেলেন শক্তিকান্ত দাস, শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মার্কিন অর্থনৈতিক বিষয়ক ম্যাগাজিন ''গ্লোবাল ফিন্যান্স'' সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে দাবি করে, বিশ্বের সব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধানদের মধ্যে শীর্ষ স্থানে রয়েছেন ভারতের শক্তিকান্ত দাস। আমেরিকার গ্লোবাল ফিনান্স ম্যাগাজিনের এই স্বীকৃত নিয়ে গর্বিত আরবিআই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এই রিপোর্ট সামনে আসার পর অভিনন্দন জানিয়েছেন গভর্নরকে। আরবিএই-এর তরফ থেকেও টুইট করে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। ২০২৩ সালের গ্লোবাল ফিনান্স সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কার রিপোর্টে 'এ ' গ্রেড পেয়েছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। ফিনান্স সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কার রিপোর্টে প্রকাশের পর শুক্রবার সন্ধ্যায় আরবিআই-এর তরফে টুইটে লেখা হয়েছে, ''আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি গভর্নর শক্তিকান্ত দাস গ্লোবাল ফিনান্স সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কার রিপোর্টে 'এ ' গ্রেড পেয়েছেন। যে তিন জন ব্যাঙ্ক গভর্নর 'এ ' গ্রেড পেয়েছেন তার মধ্যে শক্তিকান্ত দাস সবার শীর্ষে রয়েছেন।''

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার গভর্নর শক্তিকান্ত দাস ছাড়া সুইজারল্যান্ডের গভর্নর থমাস জে জর্ডন এবং ভিয়েতনামের গভর্নর গুয়েন থি হং 'এ ' গ্রেড পেয়েছেন। আরবিআই-এর গভর্নরের এই স্বীকৃতিতে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

টুইটার এবং লিঙ্কডইনে তিনি এ নিয়ে পোস্ট করেছেন। লিঙ্কডইনে তিনি লিখেছেন, "গ্লোবাল ফিনান্স সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কার রিপোর্ট কার্ডস ২০২৩-এ 'এ ' গ্রেডের জন্য আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাসকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 'এ ' গ্রেড পাওয়া তিন জন গভর্নরের মধ্যে শীর্ষস্থানে থাকা সত্যিই গর্বের বিষয়।

এটা ভারতের জন্য গর্বের মুহূর্ত। তাঁর নিষ্ঠা, দূরদর্শিতা আমাদের উন্নয়নকে আরও পোক্ত করা হবে।"

হাজার গাড়ির কনভয় নিয়ে বিএসপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন গুড্ডু বুনদেলা

ভোপাল, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নির্বাচনের আগে মায়াবতীর বিএসপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন প্রভাবশালী নেতা রাজা চন্দ্র ভূষণ বুন্দেলা।শনিবার হাজার গাড়ির কনভয় নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন মধ্যপ্রদেশে বিএসপির এই প্রভাবশালী নেতা।

চলতি বছরের শেষের দিকে মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা, তার আগে দলবদলের তোড়জোড় চলছে। আগামী নির্বাচন প্রসঙ্গে নেতারা দলগুলোতে নিজেদের সম্ভাবনা খুঁজছেন এবং অন্য দলের দিকে ঝুঁকছেন। এই পর্বে, চন্দ্র ভূষণ সিং বুন্দেলা ওরফে গুড্ডু রাজা আজ কংগ্রেস দলকে শক্তিশালী করতে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। মায়াবতীর বিএসপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন প্রভাবশালী নেতা রাজা চন্দ্র ভূষণ বুন্দেলা। এদিন হাজারটিরও বেশী গাড়ির কনভয় নিয়ে ভোপালে রাজ্যে কংগ্রেসের সদর দফতরে এসে যোগ দিলেন। গুড্ডু রাজা সুজন সিং বুন্দেলার ছেলে। এদিন দল বদলের সময় গুড্ডু রাজা বুন্দেলা বলেন, আমি কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছি না, আমি দেশে ফিরছি।

রাজা কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পরে, মনে করা হচ্ছে তিনি মন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। দল তাকে সাগর জেলার খুরাই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করতে পারে।

ভিসানীতি-নিষেধাজ্ঞার ভয় দেখিয়ে লাভ নেই, নৌকা এগিয়ে যাবে: শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০২।। বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে আন্দোলন, ভিসানীতি, নিষেধাজ্ঞা বা বিদেশিদের ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই বলে দৃঢ়চিত্তে উচ্চারণ করেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, নৌকা সারাজীবন উজান ঠেলেই এগিয়েছে। উজান ঠেলেই এগিয়ে যাবে। শেখ হাসিনা বলেন, অনেকে আন্দোলনের কথা বলে। আবার ভিসানীতি বা নিষেধাজ্ঞার ভয় দেখায়। আমার স্পষ্ট কথা, দেশ আমাদের, দেশ আমরা স্বাধীন করেছি। এসব ভয় আমাদের দেখিয়ে লাভ নেই।

শনিবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পুরোনো বাণিজ্যমেলা মাঠে ঢাকায় দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন পরবর্তী সুধী সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের বাংলাদেশের এত উন্নয়ন কেন হয়েছে? দেশে একটা গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা রয়েছে বলেই সেটা হয়েছে। অনেকে এখন গণতন্ত্র উদ্ধার করবে বলেন। তারা কী গণতন্ত্র দিয়েছে, আমরা জানি। এখন আবার অনেকে আন্দোলনের কথা বলে। ভিসানীতি ও নিষেধাজ্ঞার ভয় দেখায়। এসব ভয় আমাদের দেখিয়ে লাভ নেই। তিনি বলেন, আজ যারা আন্দোলনের নামে রোজই আমাদের ক্ষমতা থেকে ফেলে দিচ্ছে, আমি তাদের বলবো- মেঘ দেখে করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে। ভয়কে জয় করে বাংলাদেশের জনগণ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে। নৌকা সারাজীবন উজান ঠেলেই এগিয়েছে। উজান ঠেলেই এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে আজ একটা সাময়িক সমস্যা চলছে। আমাদের ওপর অর্থনৈতিক ধাক্কা এসেছে। এজন্য আমি বলেছি, দেশে কোনো অনাবাদি জমি থাকবে না। নিজের ফসল নিজে ফলাবো। নিজের খাবার নিজে উৎপাদন করে খাবো। কারও কাছে হাত পাতবো না। জাতির পিতা বলতেন, ভিক্ষুকের জাতির উন্নতি হয় না।

বাংলাদেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বা উড়াল সড়ক উদ্বোধন প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, আজ আমি আপনাদের আরেকটি নতুন উপহার দিচ্ছি। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। ঢাকা শহরে যানজট নিরসনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে এ উড়াল সড়ক।

সময় বাঁচবে। মানুষের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। মানুষের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের নান্দনিক ভিলেজ করে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। এর আগে বিকেল সাড়ে ৩টায় প্রধানমন্ত্রী ঢাকার বিমানবন্দর প্রান্তের কাওলা অংশে নামফলক উন্মোচনের মাধ্যমে বহুল কাঙ্ক্ষিত দেশের প্রথম ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন করেন। পরে তিনি এ প্রকল্প সম্পর্কে সচিবের দেওয়া প্রেজেন্টেশন দেখেন ও ব্রিফ শোনেন। এরপর কাওলা প্রান্ত থেকে টোল দিয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে উঠেন। প্রায় ১১ কিলোমিটার এক্সপ্রেসওয়ে ১৪ মিনিটে পার হয়ে তিনি আগারগাঁওয়ে সুধী সমাবেশে পৌঁছান। সেখানে রাখা উদ্বোধনী ফলক উন্মোচন এবং পরে দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন শেখ হাসিনা।

সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য থারমান শানমুগারত্নমকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ সেপেম্বর (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য থারমান শানমুগারত্নমকে শুভেচ্ছা প্রদর্শন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এক্স (ট্যুইটার)-র মাধ্যমে বলেছেন, সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য থারমান শানমুগারত্নমকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ভারত-সিঙ্গাপুর কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতে আমি আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে উন্মুখ হয়ে রয়েছি।

উল্লেখ্য, সিঙ্গাপুরে জন্মগ্রহণকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত অর্থনীতিবিদ থারমান শানমুগারত্নম শুক্রবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। শানমুগারত্নমের বয়স ৬৬ বছর। তিনি ২০১১ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সিঙ্গাপুরের উপ-প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিদ্যুৎ সংকট নিয়ে সতর্কতা শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বঙ্গে বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান না করতে পারলে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার দফতরের সামনে ধর্নায় বসার হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শনিবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের দেউলিয়া সরকার পয়সার অভাবে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে কয়লা সরবরাহ করতে পারছে না। তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন ক্ষমতা কমাতে বাধ্য হয়েছে। যার ফলে ঘাটতির পরিমাণ ১২০০ মেগাওয়াট।

এই ভাদ্র মাসের অসহনীয় ভ্যাপসা গরমে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই ঘর্মাক্ত হাঁসফাঁস অবস্থা। এই মুহূর্তেও রাজ্যের এক বড় অংশ বিদ্যুৎ নেই।

দেউলিয়া মুখ্যমন্ত্রীর দেউলিয়া সরকারের বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিকদের জানিয়ে রাখলাম, যদি আগামী দুই দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান না করতে পারেন তবে আগামী সোমবার থেকে বিরোধী দলনেতাকে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার দফতরের সামনে ধর্নায় দেখতে পাবেন।"

এই সঙ্গে রাজ্যের পাঁচটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের বিশদ হিসেব যুক্ত করেছেন তিনি।

বাংলাদেশে বিজিবি-বিএসএফ সীমান্ত সম্মেলন শুরু

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০২।। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) যশোর ও রংপুর রিজিয়নের রিজিয়ন কমান্ডার এবং ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) সাউথ বেঙ্গল, নর্থ বেঙ্গল ও গৌহাটি ফ্রন্টিয়ারের ফ্রন্টিয়ার আইজি পর্যায়ে ৪ দিনব্যাপী সীমান্ত সম্মেলন শুরু হয়েছে।

শনিবার দুপুরে বাংরাদেশের যশোরে এ সম্মেলন শুরু হয়। বিজিবির রংপুর রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মোরশেদ আলমের নেতৃত্বে ২১ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে বিজিবির যশোর রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম আহমেদসহ উভয় রিজিয়নের অধীনস্থ সংশ্লিষ্ট সেক্টর কমান্ডার, বিজিবির স্টাফ অফিসার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিদেশ মন্ত্রণালয়, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং যৌথ নদী কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। অপরদিকে, বিএসএফ সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের আইজি শ্রী আয়ুষ মানি তিওয়ারির নেতৃত্বে ৭ সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধিদল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। ভারতীয় প্রতিনিধিদলে বিএসএফ নর্থ বেঙ্গল ও গৌহাটি ফ্রন্টিয়ারের আইজি ছাড়াও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের ডিআইজি, বিএসএফের স্টাফ অফিসার, ভারতের স্বরাষ্ট্র ও বিদেশ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রতিনিধিত্ব করছেন। সম্মেলনে সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন, দুই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও আস্থা বৃদ্ধি, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর যৌথ আলোচনার দলিল সইয়ের মধ্য দিয়ে ৪ দিনব্যাপী সীমান্ত সম্মেলন শেষ হবে। সীমান্ত সম্মেলন শেষে একই দিন ভারতীয় প্রতিনিধিদল দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন।

জেল হেফাজতে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু, পথ অবরোধ পাঁচলায়

হাওড়া, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জেল হেফাজতে এক যুবকের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে হাওড়ার পাঁচলায়। পরিবারের অভিযোগ, পুলিশের মারেই মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। শুক্রবারের পর শনিবারও রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় সদস্যরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় বিশাল বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সোমনাথ সর্দার।

জানা গিয়েছে, একটি পুরানো মামলায় গত মঙ্গলবার রাতে জয়নগর সর্দারপাড়ার বাসিন্দা সোমনাথ সরদারকে গ্রেফতার করে পাঁচলা থানার পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, গ্রেফতারি পরোয়ানায় বাড়ির কারোর সই না করিয়েই সোমনাথকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর আদালতে পেশ করা হলে জেল হেফাজত হয়। বৃহস্পতিবার সোমনাথের পরিবারের এক সদস্যের মোবাইলের পুলিশের তরফে মেসেজ আসে। বলা হয়, সোমনাথ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। জেলে গিয়ে জানতে পারেন, সোমনাথের মৃত্যু হয়েছে। আর এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। শুক্রবার সকালে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শনিবার সকালে পাঁচলায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আধ ঘণ্টা চলে অবরোধ। এলাকায় যানজট তৈরি হয়। পুলিশের তরফে অনুরোধ করা হয় অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

পাড়ি দিল ভারত, আদিত্য এল-১ উপগ্রহের সফল উৎক্ষেপণ

বেঙ্গালুরু, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): যাবতীয় প্রতীক্ষার অবসান, এসে গেল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। এই প্রথম সূর্য্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল ভারত। অন্ধ্রপ্রদেশের সতীশ ধবন স্পেস রিসার্চ সেন্টারের লঞ্চিং প্যাড থেকে শনিবার বেলা ১১.৫০ মিনিট নাগাদ সূর্য্যযান আদিত্য এল-১-এর সফল উৎক্ষেপণ করল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। পিএসএলভি-সি ৫৭-র পিঠে চেপে সূর্য্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে আদিত্য এল-১ স্যাটেলাইট।এটি ভারতের প্রথম সূর্য্য অভিযান। সূর্য্যের অভিমুখে গিয়ে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রটিকে পর্য্যবেক্ষণ করবে আদিত্য-এল ১। সূর্য্য সম্পর্কে অজানা অনেক তথ্য এর মাধ্যমে ইসরোর হাতে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। পৃথিবী থেকে সাড়ে ১০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে পাঠানো হবে আদিত্য এল ১-কে। এই অংশকে বলা হয় ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট। এখানে সূর্য্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ বল একসঙ্গে ক্রিয়াশীল। ফলে এই অঞ্চলে পৌঁছে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থির থাকতে পারে। মহাকাশের পরিবেশ, আবহাওয়া, তার উপর সূর্য্যের কী প্রভাব পড়ে, সে সব জানার চেষ্টা করবে আদিত্য-এল ১।

মৃত্যুদণ্ড চালু রাখার স্বপক্ষে মন্তব্য তথাগতর

কলকাতা, ২সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিতর্কিত মৃত্যুদণ্ডের স্বপক্ষে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

শনিবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, ''রাজস্থানের আলোড়নএক নারীকে উলঙ্গ করে হাঁটানো হয়েছে; তাঁর স্বামী গ্রেফতার। ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অশোক গেহলট। পুলিশ জানিয়েছে, প্রতাপগড় জেলার একটি গ্রামে ২১ বছর বয়সী আদিবাসী মহিলাকে তাঁর স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেরা নগ্ন করে প্যারেড করিয়েছে বলে অভিযোগ। সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ''বিরলতম বিরল'' মামলার জন্য মৃত্যুদণ্ড সংরক্ষণ করা উচিত। আমি মনে করি যে মৃত্যুদণ্ড একটি সত্যিকারের প্রতিবন্ধক এবং বিশেষ করে জঘন্য ঘটনাগুলির জন্য নির্ধারিত হওয়া উচিত, যেমন মহিলাদের উপর অ্যাসিড হামলা যা আততায়ীর আজীবন মৃত্যুদণ্ডের মত নিন্দনীয়।

পশ্চিমবঙ্গে মেয়েটি তার প্রেমিককে ফিরিয়ে দেওয়ায় যুবকটি ৪২ বার ছুরিকাঘাত করে। ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে বাঙালি হিন্দুদের মূল্যবোধ বা নৈতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পতন। বামপন্থা (ওরফে মার্কসবাদ, কমিউনিজম ইত্যাদি) যে অপূরণীয় ক্ষতি করেছে তার একটি অংশ।''

কোচবিহারে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু বৃদ্ধের

কোচবিহার, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কোচবিহারের রেলগুমটি সংলগ্ন কোচবিহার-তুফানগঞ্জ সড়কেপথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। শনিবার দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম, গণেশ দে। তিনি রেলগুমটির বাসিন্দা।

এদিন সকালে বৃদ্ধ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় কোচবিহার থেকে তুফানগঞ্জগামী একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধের। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ এবং দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দেহটি উদ্ধার করে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। ঘাতক লরির খোঁজ চলছে।

'এক দেশ এক ভোট'' প্রস্তাবের সমর্থনে তথাগত রায়

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : 'এক দেশ এক ভোট'' প্রস্তাবের সমর্থন করলেন প্রাক্ত রাজ্যপাল তথাগত রায়। বিষয়টি নিয়ে টুইটও করেছেন তিনি।

তথাগতবাবু লিখেছেন, 'এক দেশ এক ভোট'' একটি প্রশংসনীয় লক্ষ্য, এবং তা অর্জন করতে হবে, তা যতই কঠিন হোক না কেন। বর্তমান হজপডের ফলে দেশটিতে চিরকাল নির্বাচন হয়ে চলেছে, যার ফলে মন্ত্রীরা তাঁদের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য খুব কম সময় পান এবং অপ্রীতিকর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সর্বদা উদার হন। ফলাফল হল স্বল্পমেয়াদী উপশম সহ লোককে খুশী করার রাজনীতির ধারাবাহিকতা। ১৯৫৭ সালের নির্বাচন পর্যন্ত এটি এক জাতি এক ভোট ছিল। তারপর সরকারগুলি তাদের মেয়াদের অর্ধেক পতন শুরু করে, ফলে মধ্যবর্তী নির্বাচন এবং শেষ পর্যন্ত বর্তমান বিশৃঙ্খলা।

আমরা ব্রিটেন থেকে আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা ধার নিয়েছি, সামান্য বুঝতে পেরেছি যে যুক্তরাজ্য একটি একক দেশ। আমাদের মার্কিন পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত ছিল যেখানে নভেম্বর মাসে একটি নির্দিষ্ট দিনে দেশের সমস্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবং কোনও সরকার, একবার নির্বাচিত হলে, তার পূর্ণ মেয়াদে কাজ করতে পারে। সচিবরা তাঁদের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ এবং আইনসভার কাছে উত্তর দিতে হবে না।''

রাজ্যে আবাসনে লগ্নি টানতে সোমবার হবে স্টেটকন-২০২৩

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে লগ্নি টানতে সপারিষদ স্পেন ও দুবাই যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলছে 'বেঙ্গল বিজনেস সামিট'-এর প্রস্তুতিপর্ব। এসবের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের আবাসন আগ্রহীদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে সোমবার হবে ''স্টেটকন-২০২৩''

নবান্ন-র দাবি, এ রাজ্যে নগরায়নের হার ভারতের জাতীয় গড়ের থেকে বেশি। আগামী কয়েক বছরে রাজ্যে নগরায়নের হার এখনকার ৩৬ শতাংশের থেকে বেড়ে ৪২ শতাংশে পৌঁছে যাবে। এর ফলে, এখনকার তুলনায় রাজ্যের শহরাঞ্চলে অতিরিক্ত ৮০ লক্ষ মানুষের বাস বেড়ে যাবে। তাই রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রে রাজ্যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

সেই সম্ভাবনা বিনিয়োগকারীদের সামনে তুলে ধরে রাজ্যে লগ্নি আকর্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আগামী সোমবার কলকাতায় নির্মাতাদের সংস্থা 'ক্রেডাই ওয়েস্ট বেঙ্গল' ''স্টেটকন-২০২৩'' আয়োজন করছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন ক্রেডাই ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রেসিডেন্ট সুশীল মোহতা। তিনি বলেন, ''আমরা স্টেটকন-এ ইনভেস্ট বেঙ্গল নামে একটা আলোচনার আয়োজন করছি। সেখানে মুখ্যসচিব-সহ রাজ্যের অন্যান্য দফতরের সচিবরা থাকবেন।

ওই আলোচনায় রাজ্য ও রাজ্যের বাইরের ক্রেডাই সদস্যদের সামনে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনা তুলে ধরা হবে।''

ক্রেডাই-এর এক আধিকারিক জানান, রাজ্যের জিডিপিতে রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রের অংশীদারিত্ব ১০-১২। রিয়েল এস্টেটের হাত ধরে রাজ্যে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। ইস্পাত, সিমেন্টের মতো প্রায় ১, ১০০ শিল্পকে সহায়তা দেয় রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্র। সেই কারণে আর্থিক উন্নয়নে রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

রাষ্ট্রপতি মুর্মু ৫ সেপ্টেম্বর ৭৫জন নির্বাচিত শিক্ষককে জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার,২০২৩ প্রদান করবেন

নয়াদিল্লি, ২ সেপেম্বর (হি.স) : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শিক্ষক দিবসের দিন, নির্বাচিত ৭৫ জন শিক্ষককে জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার,২০২৩ সম্মানে ভূষিত করবেন। বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি শিক্ষকদের এই সম্মান প্রদান করবেন।

শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রতিবছর ৫ সেপ্টেম্বর দেশে জাতীয় শিক্ষক দিবস পালিত হয়। জাতীয় শিক্ষক পুরস্কারের লক্ষ্য হল, দেশের শিক্ষকদের অবদানকে সম্মান করা এবং সেইসব শিক্ষকদের সম্মান জানানো যারা তাদের প্রতিশ্রুতি ও নিষ্ঠার মাধ্যমে শুধুমাত্র শিক্ষার মানোন্নয়ন করেননি বরং তাদের শিক্ষার্থীদের জীবনকেও সমৃদ্ধ করেছেন। প্রতিটি পুরস্কারে মেধার একটি শংসাপত্র প্রদান করা হবে। তারসঙ্গে ৫০ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার এবং একটি রুপোর পদকও দেওয়া হবে। পুরস্কার বিজয়ীরাও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাবেন।

দেশের সেরা শিক্ষকদের জাতীয় পুরস্কার প্রদানের জন্য প্রতিবছর শিক্ষক দিবসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ একটি জাতীয় পর্য্যায়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে।

এবছর ৫০ জন স্কুল শিক্ষক, উচ্চশিক্ষার ১৩ জন শিক্ষক এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়ের ১২ জন শিক্ষককে সম্মান দেওয়া হবে।

সামগ্রী উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

উল্লেখ্য বশির রাজ্য থেকে এ ধরনের মারাত্মক নেশা সামগ্রী রাজ্যে নিয়ে আসার প্রবণতা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এ ধরনের ভয়ংকর নেশার কবলে পড়ে যুবসমাজ ধ্বংসের পথে ধাবিত হচ্ছে। যুব সমাজকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পুলিশ প্রশাসন সহ সমাজের সচেতন সকল অংশের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে। রাজ্য সরকারের এই আহবানে সাড়া দিয়েই পুলিশ একের পর এক নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে এ ধরনের সাফল্য অব্যাহত রেখেছে। উত্তর জেলার জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কেন্দ্রীয় বাহিনী

● প্রথম পাতার পর

২২২০৯ এবং মহিলা ভোটার ২০২৪০ জন। ২টি বিধানসভা কেন্দ্রের কোনটিতেই তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার নেই বলে জানিয়েছে অতিরিক্ত জেলাশাসক জে.ভি. দোয়াতিয়া।

ক্ষুব্ধ জনতা

● প্রথম পাতার পর

ওয়ার্ডে যোগ্য প্রার্থী রয়েছে তাহলে দপ্তরের নিয়ম নীতি মেনে তাকেই নিয়োগ করতে হবে। অন্যথায় সঠিক তদন্ত করে দপ্তরের গাইডলাইন মেনে স্বচ্ছভাবে নিয়োগ না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য সেন্টারে তালা ঝুলবে। এদিকে সদ্য নিয়োগ পাওয়া অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সুপ্রিতা দাস জানান তিনি স্কুলে এসে স্কুল তালাবন্ধ দেখে বাইরে মাঠে ক্লাস করিয়ে চলে যান। তবে তিনি স্বীকার করেছেন তিনি ৫ নং ওয়ার্ডের নন ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তবে শিশুদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দপ্তরের তরফ থেকে অতিসত্বর সমস্যার সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এলাকাবাসী।

শহরে চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

রক্তক্ষরনের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে কিভাবে এই মৃত্যু হয়েছে সেই ব্যাপারে কিছুই স্পষ্ট না বলে জানিয়েছেন পুলিশ। ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ। এদিকে মৃতদেহের কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি। শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে বাজার এলাকায়।

প্রকাশিত

● প্রথম পাতার পর

জন পরীক্ষার্থী। তাদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৩৪৩৪ জন। অনুত্তীর্ণ ৭৭২ জন। সফলতার হার ৮২ শতাংশ।

বাইডেনে

● প্রথম পাতার পর

ঐতিহাসিক এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক নিয়ে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেক বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'আগামী ৭ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার জি-২০ সামিটে যোগ দিতে ভারতে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ৮ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসবেন বাইডেন। দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন বিষয় যেমন- জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনৈতিক উন্নতি নিয়ে আলোচনা হবে। একই সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধের সামাজিক প্রভাব, কীভাবে বিশ্ব ব্যাংকের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়, দারিদ্র দূর করা যায় সেই বিষয়েও আলোচনা করা হবে।'

প্রসঙ্গত, ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ সামিটে ১১০টি দেশের ১২ হাজার ৩০০ প্রতিনিধি অংশ নিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দিনকাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২ সেপ্টেম্বর।। রাখি বন্ধন উৎসব এখন আর শুধুমাত্র ভাই ও বোনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই উৎসব অন্যতম সম্প্রীতির উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলি রাখি বন্ধন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাজে স্থিতিবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে।

রাখী বন্ধন উৎসব পালন করলো কল্যানপুরের অগ্রনী সামাজিক সংস্থা দিনকাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। পারস্পরিক মেলবন্ধনের ভীতকে বলিষ্ঠ করার লক্ষ্য নিয়ে রাখী বন্ধন উৎসবে সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তারা কল্যাণপুর আরক্ষা দপ্তরের কর্মীদের রাখি পড়ানোর পাশাপাশি অগ্নি নির্বাপক দপ্তর, সাধারণ প্রশাসন সহ কল্যাণপুর আর ডি ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিডিও, ভাইস চেয়ারম্যান সহ সমস্ত স্তরের কর্মীদের রাখি পরিয়ে দেয়। এর পাশাপাশি মানবিকতার বন্ধনকে বলিষ্ঠ করার জন্য সংস্থার উদ্যোগে পথ চলতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে যান চালক, পত্রিকা বিতরক প্রত্যেকের হাতেই রাখি পরিয়ে দেওয়া হয়। গোটা বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে সংস্থার সভাপতি অমলেন্দু দেব রায় দাবি করেছেন যেহেতু আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের তরে তাই প্রকৃতভাবে সমাজের মধ্যে মেলবন্ধনের ভিত তৈরি করার জন্য আজকের এই আয়োজন। পাশাপাশি শ্রী দেব রায় এটাও দাবি করেছেন এই আয়োজন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে নারাজ দিনকাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, আগামী দিনে সংস্থা সরকার সহ সাধারণ মানুষের সাথে কাঁধে কাধ মিলিয়ে সমাজের প্রয়োজনে ময়দানে থাকছে বলে দিনকাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি দাবি করেছেন।

এদিকে দিনকাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই মানব দরদী কর্মসূচির প্রশংসা করেছেন কল্যাণপুর আর ডি ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত বি দিলীপ দেবনাথ, ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব পাল, কল্যাণপুর থানার ওসি তাপস মালাকার প্রমূখ। আজকের এই কর্মসূচিতে দিনকাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি ছাড়া ও সম্পাদক রাজিব ঘোষ ,সহ সম্পাদিকা মিঠু দেবনাথ, সহ-সভাপতি রমা দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

লক্ষাধিক টাকার সেগুন কাঠ বাজেয়াপ্ত

আলিপুরদুয়ার, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকে বন দফতরের দলগাঁও রেঞ্জের বনকর্মীরা অভিযান চালিয়ে লক্ষাধিক টাকার সেগুন কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছে। তবে শনিবার এই ঘটনায় এখনও কেও গ্রেফতার হয়নি।দলগাঁও রেঞ্জের রেঞ্জার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের বড় হাওদা এলাকায় একটি বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে বাড়ি থেকে প্রায় ১০৫ সিএফটি সেগুন কাঠ উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজার মূল্য লক্ষাধিক। এই ব্যাপারে ওই বাড়ির মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

বলেন ,সিপিআইএমের দীর্ঘ শাসনকালে কংগ্রেসের বহুনেতা কর্মী সমর্থক খুন হয়েছেন ,তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, দোকানপাট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে, এমনকি বহু কংগ্রেস সমর্থক এলাকা ছাড়া হয়েছেন। কিন্তু তারপরও একমাত্র বিজেপি দলকে প্রতিহত করার জন্য কংগ্রেস দল চিরশত্রু সিপিএমের সঙ্গে আঁতাত গঠন করেছিল। সেই আঁতাত কেউ মেনে নিতে পারেননি বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এর প্রমাণ ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এদিকে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তিপরা মথা উপনির্বাচনে সিপিএমকে সমর্থন না করে, ভোটারদের কাছে বিবেক ভোটের আবেদন জানিয়েছে।কারণ তারা বুঝতে পেরেছে বিজেপি সরকার ছাড়া জনজাতিদের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিপরা মথা নেতাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য।তাঁর কটাক্ষ, সিপিএম ত্রিপুরায় ৩৫ বছর ক্ষমতায় থেকে নির্বাচনী লড়াইয়ে এখন তাঁদের অন্যের উপর নির্ভর হতে হচ্ছে।উপনির্বাচনে রাজ্যের দুটি আসনে বিজেপি বিপুল ভোটে জয়ী হবে। কারণ তাদের নির্বাচনে অন্যের উপর নির্ভর হতে হয় না।

তার দাবি ,বিগত ৩৫ বছর ধরে সিপিএমের ক্যাডাররা কংগ্রেস সমর্থকদের উপর আক্রমণ করে আসছিল। তারপরও কংগ্রেস সিপিআইএমের সাথে আঁতাত করেছিল। তাতে কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল।এদিন রাজীব ভট্টাচার্য্য জনগণের কাছে নির্বাচনে বিজেপিকে ভোট দিয়ে জয়ী করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। রাজ্যের জনগণ নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ২০১৮ সালে বিজেপির নেতৃত্বে দিন সরকারকে রাজ্যের ক্ষমতায় এনেছেন এবং ২০২৩ সালের নির্বাচনেও পুনরায় বিজেপিকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী করে রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন বলে দাবি করেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য।

যাবজ্জীবন

● প্রথম পাতার পর

দাস ধর্ষণের অভিযোগ স্বীকার করে।এই ঘটনায় সুমন দাসের সঙ্গী ছিলেন চন্দন দাস পিতা রাখাল দাস। চন্দনের বাড়ি উত্তর চড়িলাম, সুমন দাসের বাড়ি কৃষ্ণা দাসের বাড়ির সাথে। পৌর পরিষদের সাফাই কর্মী কৃষ্ণা দাসকে সুমন দাসের ঘরে সুমন দাস ও চন্দন দাস জোরপূর্বক ধর্ষণ করে এবং ধর্ষণের প্রমাণ লোপাট করতে কৃষ্ণা দাসকে বালিশ চাঁপা দিয়ে মেরে এস ডি এম অফিস সংলগ্ন একটি পরিত্যক্ত কুয়ার মধ্যে ফেলে দেয়। ঐদিনই বিশালগড় থানায় সুমন দাস ও চন্দন দাসের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন কৃষ্ণা দাসের পুত্রবধূ সুমিত্রা দাস।বিশালগড় থানার পুলিশ ভারতীয় দন্ডবিধি ৩৭৬(ডি)/৩০২/২০১/৩৪ আইপিএস ধারায় মামলা গ্রহন করে অভিযুক্তদের আদালতে তোলে। দীর্ঘ তিন বছরের ও অধিক সময় ধরে মামলার তদন্ত চলাকালীন পঁচিশ জনের সাক্ষ্য হওয়ার পর শনিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জর্জ সিপাহীজলা দেবাশীষ কর।অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ, পাশাপাশি ২০১ ধারায় ৫০০০টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়ার সাজা ঘোষণা করলেন।কৃষ্ণা দাসের খুনিদের শাস্তির ঘোষণা আইনের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা আরো দ্বিগুন বেড়ে গেছে।

রাজধানীতে

● প্রথম পাতার পর

এলাকাবাসীরা ওই চোরের পেছনে ধাওয়া করে। খবর পেয়ে পুলিশও ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশ স্থানীয় এলাকাবাসীর সহায়তায় মোট চারজনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও ঘটনায় জড়িত এক যুবক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে জানা গেছে। তাদের কাছ থেকে ছিনতাইকৃত সোনার চেইনটিও উদ্ধার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃত অভিযুক্তদের নাম বাপন দেববর্মা, মিহির দেববর্মা , বিটল দেববর্মা, বিজয় ধানুক। তারা প্রত্যেকেই ইন্দ্রনগর হরিজন কলোনি এলাকায় থাকে বলে জানিয়েছেন পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঝাড়গ্রামে হাতির আক্রমণে আবারও ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষজনেরা

ঝাড়গ্রাম, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে হাতির আক্রমণে আবারও এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষজনেরা। যদিও বনদফতরের বক্তব্য বার বার সচেতনতা মূলক প্রচার এবং এলাকায় হাতির দল থাকা নিয়ে তথ্য দেওয়া হলেও মানুষ জঙ্গলে যাচ্ছেন।

আর এর ফলে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে শনিবার সকালে লোধাশুলি রেঞ্জের টুটুহা গ্রামের চাষের জমি সংলগ্ন জঙ্গলে হাতির আক্রমণে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে নিহত ব্যক্তির নাম যতিন্দ্র নাথ মাহাতো (৫৫)। বাড়ি টুটুহা গ্রামে। এদিন কোন কারণে জঙ্গলে গিয়ে হাতির দলের সামনে পড়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে বনদফতর মনে করছে। এদিকে শুক্রবার সকালেও লোধাশুলি রেঞ্জের ঘৃতখাম গ্রামে একটি ফুটবল মাঠে হাতির হানায় মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। যদিও ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় এখনো জানা যায় নি।উল্লেখ্য দিন সাতেক আগে কেউদিশোল গ্রামে হাতির হানায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে লোধাশুলি রেঞ্জ এলাকার বিভিন্ন জঙ্গলে ২০ থেকে ২৫ টি হাতির একটি দলের গতিবিধি রয়েছে। দলের হাতি গুলি বিভিন্ন ছোট বড় দলে ভাগ হয়ে গ্রামে ঢুকে পড়ছে। খাবারের খোঁজে ধান জমি,সবজি জমিতে হামলা চালাচ্ছে। বনদফতর জানাচ্ছে হাতির দল কোথায় কখন রয়েছে সেই তথ্য ওই সব এলাকায় পাঠানো হয়। মাইকিং করা হয়। মানুষকে জঙ্গলে যেতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয়রা সেই সতর্ক বার্তা উপেক্ষা করে জঙ্গলে যাচ্ছেন।চলতি বছরে শুধুমাত্র ঝাড়গ্রাম ডিভিশনে হাতির হানায় মৃত্য হয়েছে ১১ জনের। ২০২২ সালের মার্চ থেকে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩১ জনের হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছে। আর পুরো ঝাড়গ্রাম জেলায় ধরলে ৩৯ জনের হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছে। প্রতি বছর জেলায় যেমন হাতির সংখ্যা বেড়ে চলেছে তেমন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মানুষের মৃত্যু মিছিল। জেলার বিভিন্ন রেঞ্জের জঙ্গল গুলিতে দেড়শো থেকে দুশো হাতি থাকছেই। হাতি গুলিকে এক রেঞ্জ থেকে ড্রাইভ করলে অন্য রেঞ্জে এসে পড়ছে। কিন্তু স্থায়ীভাবে হাতির দলকে সরানো যাচ্ছে না। পর পর দু দিনে হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনায় নিয়ে ঝাড়গ্রামের ডিএফও পঙ্কজ সূর্যবংশী বলেন ' এলাকায় হাতির গতিবিধির কথা জানানো হলেও মানুষ জঙ্গলে যাচ্ছেন। বনদফতরের নিষেধাঞ্জা শুনছেন না। ফলে বিপদ বাড়ছে। এদিনও এক ব্যক্তি হাতির হানায় মারা গিয়েছেন। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। অন্যদিকে শুক্রবার হাতির হানায় নিহত ব্যক্তির নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। '

করিমগঞ্জের পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদর্শ মহাবিদ্যালয়ে ষষ্ঠতম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত

করিমগঞ্জ (অসম), ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত এরালিগুলে অবস্থিত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদর্শ মহাবিদ্যালয়ে সাড়ম্বরে উদযাপন করা হয়েছে ষষ্ঠতম প্রতিষ্ঠা দিবস। অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে। স্বাগত ভাষণে মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ সতীনাথ পাল বিশেষ এই দিনের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান সবাইকে ইংরেজি বিভাগের প্রধান ড. সুরজিৎ রায় ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল জীবনের আশা রেখে তাঁদের জীবন গড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আরেক বক্তা মহাবিদ্যালয়ের আইকিউএসসি সেলের সমন্বয়কারী ড. চিন্ময় পাল ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব কর্তব্যের প্রতি মনোযোগ ও লক্ষ্যের প্রতি দৃঢ় থাকতে উপদেশ দেন। পাশাপাশি চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডিংয়ের ঐতিহাসিক মুহূর্তকে প্রদর্শিত করা হয় আমন্ত্রিত স্কুল ছাত্রছাত্রী ও মহাবিদ্যালয়ের উপস্থিত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের সামনে।

একই দিনে মহাবিদ্যালয়ের ওয়াল ম্যাগাজিনের নতুন সংস্করণ "মালঞ্চ"-এর উদ্বোধন করা হয়। এর পর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় এদিন। এতে সমন্বয়ক ছিলেন পরিসংখ্যান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান দেবজ্যোতি বরা। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. কণিকা চক্রবর্তী। পরিসংখ্যান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান দেবজ্যোতি বরার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

লটারির টিকিট বিক্রির জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের চাপে আত্মঘাতী নবম শ্রেণীর ছাত্র

দার্জিলিং, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : স্কুলের পোষাক পরেই আত্মঘাতী হল নবম শ্রেণির পড়ুয়া। অভিযোগ, স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে র‍্যা ফল টিকিট (লটারি) বিক্রি করার জন্য প্রতিনিয়ত চাপ দিচ্ছিল। সেই মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরেই বছর ১৬-র ওই কিশোর আত্মঘাতী হয়েছে।ঘটনাটি ঘটেছে দার্জিলিংয়ে। ওই পড়ুয়া সেখানকার একটি স্কুলে পড়ত। মূল অভিযোগ প্রধান শিক্ষক গগেন্দ্র গুরুংয়ের বিরুদ্ধে। ছাত্রের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে দার্জিলিং সদর থানার পুলিশ অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে। ছাত্রের মৃত্যুর পর ক্ষোভে প্রথমে স্কুলে ও পরে দার্জিলিং থানায় বিক্ষোভ দেখায় মৃত ছাত্রের পরিবার ও স্থানীয়রা। ঘটনার পরই স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মৃত ছাত্রের পরিবার। তবে গোটা ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন থেকে শিক্ষা দফতরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্র দার্জিলিং সদর এলাকার রাজবাড়ির এলাকার একটি সরকারি স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। সে দার্জিলিংয়ের প্রগতি গ্রামের পিবি গুরুং রোডের বাসিন্দা। গরিব শ্রমিক পরিবারের সন্তান। সূত্রের খবর, অগস্ট মাসের মাঝামাঝি স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে পড়ুয়াদের চার পাতা করে র‍্যা ফল টিকিট বিক্রি করতে দেওয়া হয়। ওই পড়ুয়া চার পাতার ধ্যে দু"পাতা সেই র‍্যা ফেল টিকিট বিক্রি করতে সক্ষম হয়। দু"পাতা র‍্যা ফল টিকিট বিক্রি করার পর ৮০০ টাকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় পড়ুয়া।

অভিযোগ, সংগৃহীত টাকা ও বাকি থাকা টিকিটের পাতা স্কুলে জমা দিতে যায় সে। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ টাকা নিলেও কোনোভাবেই বাকি টিকিট ফেরত নেয় না। উলটে তাকে বাকি দু"পাতা র‍্যা ফল টিকিট বিক্রি করতে প্রতিনিয়ত চাপ দিতে শুরু করে। টিকিট বিক্রি করতে না পারায় প্রতিদিন স্কুলে পড়ুয়াকে গোটা ক্লাসের সামনে কটূক্তি, অপমান ও নির্যাতন করা হতো।শুধু তাই নয়। প্রতিদিন স্কুল থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। শুক্রবারও টিকিট বিক্রি করতে না পারায় ওই পড়ুয়াকে অপমান করে স্কুল থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। স্কুলের এক অভিভাবক বলেন, 'কেন বাচ্চাদের টিকিট বিক্রি করতে দেওয়া হবে? জোর করে টিকিট বিক্রি করানো হচ্ছে। এসব কোনোভাবেই মানা যায় না।' দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক এস পুন্নমবলম বলেন, 'ঘটনাটি শুনেছি। প্রশাসনের তরফে যা যা পদক্ষেপ করার সব নেওয়া হবে।' দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ বলেন, 'ইতিমধ্যে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে। সব খতিয়ে দেখা হবে।"

জেলবন্দি পার্থ, লকআপে গিয়ে দেখা করলেন শোভন

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একবছরেরও বেশি সময় ধরে জেলবন্দি তিনি। যত সময় এগিয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছে তৃণমূলের। ইদানীং কালে আর সেভাবে তাঁর নামও মুখে আনতে দেখা যায় না জোড়াফুল শিবিরের নেতা-নেত্রীদের।

সেই আবহেই এবার লকআপে পার্থের সঙ্গে দেখা করলেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আনতে চেষ্টা চালাচ্ছেন যিনি নিজেও।শনিবার আলিপুর আদালতে নিজের কাজে এসেছিলেন শোভন। সেখানে তিনি জানতে পারেন, পার্থবাবু সেখানেই আছেন। এর পরই লকআপে পার্থবাবুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন তিনি। খোঁজ নেন শরীর-স্বাস্থ্যের। এই সাক্ষাৎ নিয়ে প্রশ্ন করলে শোভন বলেন, 'দূর থেকে দেখা হয়েছে। স্বাস্থ্য নিয়ে খোঁজ নিয়েছি।' দূর থেকেই কথা হয় বলে জানিয়েছেন শোভন।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিনের সঙ্গী, একসঙ্গে কাজ করেছেন পাশাপাশি। তাই দেখা করলেন, শরীরের খোঁজ নিলেন বলে জানান শোভন। এরপর এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন শোভন। তবে পার্থবাবুর সঙ্গে দেখা করার বিষয়টি নিয়ে কোনও জলঘোলা করতে নারাজ তিনি। নেহাত সৌজন্য সাক্ষাৎ বলেই এই সাক্ষাৎপর্বকে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি।পার্থবাবু বা তাঁর আইনজীবীও এ নিয়ে বিশেষ কোনও মন্তব্য করেনি। তবে বাংলার রাজনীতিতে একসময়কার দাপুটে দুই রাজনীতিক, ঘটনাচক্রে আজ যাঁরা পিছনের সারিতে, তাঁদের এই সাক্ষাৎ নিয়ে কৌতূহল দেখান ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন।

গরু পাচার মামলায় আদালতের প্রশ্নের মুখে ইডি, ঝুলেই স্থানান্তরের প্রক্রিয়া

আসানসোল, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গরু পাচার মামলা দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইডির তোড়জোড় আবার ধাক্কা খেল আসানসোলে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে।দুই সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয় বার বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল এবং তাঁর প্রাক্তন দেহরক্ষী সহগল হোসেন সংক্রান্ত মামলায় আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়ল কেন্দ্রীয় সংস্থা। কেন এই মামলা আসানসোল থেকে দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে যেতে চান? বিচারক রাজেশ চক্রবর্তীর এই প্রশ্নের মুখে পড়েন ইডির আইনজীবী অভিজিৎ ভদ্র।বিচারক জানতে চান, কোন আইনে এবং কে এই মামলা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়েছে। শনিবার গরু পাচার সংক্রান্ত মামলায় ইডিকে বিচারকের প্রশ্ন, ''কোনও মামলা কি ইচ্ছে করলেই যে কোনও কেন্দ্রীয় এজেন্সি, যে কোনও রাজ্যের আদালতে নিয়ে যেতে পারে?''আদালত আরও বলে, ''পিএমএলএ বা প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের মামলা যে ইডি করবে, তার সরকারি নির্দেশ বা গেজেট নোটিফিকেশন কি ইডির কাছে আছে?'' ইডির আইনজীবী অভিজিৎ ভদ্র আইনের একাধিক ধারার উল্লেখ করে আবেদনের পক্ষে যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করেন। এর বিরোধিতা করেন অনুব্রতের আইনজীবী শেখর কুণ্ডু এবং আইনজীবী সোমনাথ চট্টরাজ।

অভিষেকের নিয়োগ মামলা সংক্রান্ত আবেদনের রায় ঝুলে রইল

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলার রায়দান কবে হবে, তা লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডসের ১৬টি ফাইলের ফরেন্সিক রিপোর্টের উপর নির্ভর করবে।

শনিবার মামলার শুনানিতে এমনটাই জানালেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। অভিষেকের লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার কম্পিউটারের ১৬টি ফাইল কলকাতায় কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। ইডির আধিকারিক মিথিলেশ কুমার মিশ্র এবং লালবাজারের সাইবার ক্রাইম থানার আধিকারিক অমিতাভ সিংহ রায় ওই ফাইলগুলির প্রতিলিপি সেখান থেকে নিয়ে আসবেন। সেখানকার বিশেষজ্ঞ রিপোর্ট দেবেন। সেই রিপোর্ট ওই দুই অফিসার আদালতে নিয়ে আসবেন। তার পর ইডি রিপোর্ট পেশ করবে।বিচারপতি ঘোষ জানান, ওই রিপোর্টের উপর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার রায় ঘোষণা নির্ভর করবে। প্রয়োজনে আদালত রায় ঘোষণা পিছিয়ে দিতে পারে। আপাতত রায় ঘোষণার দিন স্থগিত রাখা হল।আগামী সোমবার বিকেলে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। নিয়োগ মামলা থেকে নিষ্কৃতি চেয়ে হাই কোর্টে মামলা করেছিলেন অভিষেক। সেই মামলার শুনানি শেষ হয়েছে। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর রায় ঘোষণা হওয়ার কথা। তার আগেই নতুন করে কেন ইডি এই মামলায় আবার সক্রিয় হল, তা জানতে চেয়ে আদালতে আবেদন করেছেন অভিষেক। সেই নিয়ে শুনানি ছিল শনিবার।প্রসঙ্গত, শুক্রবার মামলার শুনানিতে লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডসের দফতরে ইডি আধিকারিকের ডাউনলোড করা ১৬টি ফাইল দেখতে চান বিচারপতি ঘোষ। শুক্রবার তিনি বলেন, "ওই ১৬টি ফাইলে কী আছে আমি দেখব। শনিবারই নিয়ে আসুন। এ নিয়ে যাবতীয় বিতর্ক মেটাতে চাই।" 'লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস' সংস্থার অফিসে তল্লাশি চালাতে গিয়ে সেখানকার কম্পিউটারে ১৬টি ফাইল ডাউনলোড করেন ইডির এক আধিকারিক। সেই ফাইল বেআইনি ভাবে ডাউনলোড করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন সংস্থার এক কর্মী। বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, ১৬টি ফাইল পুলিশকে আদালতে আনতে হবে শনিবারই। নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার তদন্তেই অভিষেকের সংস্থা লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডসের দফতরে তল্লাশি চালায় ইডি।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
আগরতলা : ত্রিপুরা

২০২৩ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক Bachhar Bachao পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত সকল বিদ্যালয়প্রধানদের জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৩ সালে যে সকল পরীক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক Bachhar Bachao পরীক্ষায় বসেছে, তাদের পুরানো Marksheet/Certificate নিয়ে বিদ্যালয়প্রধান বা তাঁর অনুমোদিত প্রতিনিধি যেন ০৪-০৯-২০২৩ (সোমবার) তারিখে পর্ষদ অফিস থেকে সকাল ১১টা - বিকাল ৫টার মধ্যে পরিবর্তিত নতুন Marksheet/Certificate সংগ্রহ করেন। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে, যারা ২০২৩ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক Bachhar Bachao পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি, তারা ২০২৪ সালে পর্ষদের পরীক্ষায় Compartmental হিসেবে পরীক্ষা দিতে পারবে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন পরিবর্তিত Marksheet/Certificate-গুলো ছাত্রছাত্রীদের ০৫-০৯-২০২৩ তারিখে বিতরণ করেন।

বিঃদ্রঃ : যে সকল ছাত্রছাত্রী ২০২৪ সালে Continuing/ Compartmental /External/ External-Comp./Single Subject/Equivalence Category/ Improvement Candidate হিসাবে পরীক্ষা দেবে তাদের form ১৫-০৯-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত পর্ষদ অফিসে জমা দেওয়া যাবে।

(ডঃ দুলাল দে)
সচিব, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

ICA/D-903/23

প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে টাউনকে হারিয়ে প্রথম জয় বীরেন্দ্র ক্লাবের

বীরেন্দ্র ক্লাব: ৪ টাউন ক্লাব: ২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। দুর্দান্ত জয়। তাও টাউন ক্লাবের বিরুদ্ধে। এবারকার প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে দ্রুততম গোল। চারটি গোল করার পাশাপাশি তিনটি হলুদ কার্ড দেখা। -- সবই আজ বীরেন্দ্র ক্লাবের পক্ষে ঘটেছে। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। ১১ তম ম্যাচে আজ, শনিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বীরেন্দ্র ক্লাব চার-দুই গোলের ব্যবধানে টাউন ক্লাবের হারিয়ে তিন পয়েন্ট পেয়ে একসঙ্গে দুই ধাপ এগিয়ে নয় দলীয় আসরে সাত নম্বরে উঠে এসেছে। সাফল্যের শিখরে পৌঁছুবে কিনা সেটা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। তবে বি-ডিভিশনে অবনমন নিঃসন্দেহে ঠেকাতে পারবে বলে মনে হচ্ছে। প্রথমার্ধের দুরন্ত লড়াইয়ে কিন্তু টাউন ক্লাব ২-১ গোলে এগিয়ে ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে কাম-ব্যাক খেলে বীরেন্দ্র ক্লাব পরপর তিনটি গোল করে দলকে তৃতীয় প্রয়াসে প্রথম জয়ের সাধ এনে দিয়েছে। বীরেন্দ্র ক্লাবের পক্ষে এক মিনিটের মাথায় মনিষ দেববর্মা গোল করে লীগে দ্রুততম গোলের স্বীকৃতি পেয়েছে। ৯ মিনিটের মাথায় টাউন ক্লাবের সঞ্জীব শীল গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। ১১ মিনিট বাদে সুজিত সোরেন আরেকটি গোল করে দলকে লিড এনে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুতে বীরেন্দ্র ক্লাবের বনবীর কলই, ৫ মিনিট বাদে সবো অধিকারী এবং শেষ দিকে ৮৩ মিনিটের মাথায় এনোকা ডারলং পরপর তিনটি গোল করলে বীরেন্দ্র ক্লাব ৪-২ গোলে জয় ছিনিয়ে নেয়। উল্লেখ্য, খেলার দুই অর্ধে রেফারি বিজয়ী বীরেন্দ্র ক্লাবের তিনজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, বিশ্বজিৎ দাস, পল্লব চক্রবর্তী ও তপন কুমার দেবনাথ। দিনের খেলা: এগিয়ে চলো সংঘ বনাম লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার, বিকেল সাড়ে তিনটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

ঢাকা জাতীয় ও আগরতলা প্রেসক্লাবের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। প্রীতি ক্রিকেটে প্রত্যাশিতভাবেই দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্রের মেলবন্ধন আরও অটুট হওয়ার অঙ্গীকার দুই দেশের সাংবাদিক প্রতিনিধি বর্গের মুখে। আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশের ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাব ও আগরতলা প্রেস ক্লাবের মধ্যে। আয়োজক দল লাগাতর ক-দিন অনুশীলনে ব্যস্ত থাকার ফলস্বরূপ, আগরতলা প্রেসক্লাব টিম ছয় উইকেটে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। তবে এই জয় আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে বিশেষ করে প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্রের অটুট মৈত্রীর প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে। নরসিংগড়স্থিত ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ক্রিকেট ম্যাচে সফরকারি জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা দল টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত ওভারের মধ্যে সবকটি উইকেট হারিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা অনেকটা স্বল্প রানের টার্গেট দাঁড় করায়। পক্ষান্তরে জবাবে ব্যাট করতে নেমে আগরতলা প্রেসক্লাব টিম কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। উল্লেখ্য, ম্যাচের শুরুর মুহূর্তে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য সুধাংশু দাস উনার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায়ও এ ধরনের মৈত্রী সফর এবং দু''দেশের সাংবাদিক প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে মত বিনিময় নিঃসন্দেহে দু''দেশের সম্পর্ককে আরও বেশি অটুট ও দৃঢ় করে তুলবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা-র সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন এবং আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য প্রমূখ দু-দলের খেলোয়াড়দের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। প্রসঙ্গক্রমে সদ্যপ্রয়াত প্রাক্তন ক্রিকেটার ইন্দ্রজিৎ ভৌমিক এবং রাজ্য ক্রিকেটের পুরোধা ব্যক্তিত্ব সমীরণ চক্রবর্তীর স্মৃতিতে মাঠে উপস্থিত খেলোয়ার এবং কর্মকর্তারা এক মিনিটের নীরবতা পালন করেন। মাঠে ক্রিকেটীয় পরিবেশ গড়ে তুলতে, বিশেষ করে প্রীতি ক্রিকেটে ব্যাটে-বলে বিনোদনের পাশাপাশি একটু প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষে অধিনায়ক অভিষেক দে, সহ অধিনায়ক সুমন ঘোষ, মেঘধন দেব, সন্তোষ গোপ, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, অনির্বাণ দেব, শিসান চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ সাহা, জাকির হোসেন, কৃষানু দেববর্মা, মিল্টন ধর, শান্তনু বনিক, অভিষেক দেববর্মা, অভিজিৎ ভট্টাচার্যের পাশাপাশি সফরকারি দলের অধিনায়ক উজ্জ্বল, রানা, মাসুম, পান্থ, শিপু, সাইদুর, দীপক, সীমান্ত, বাবু প্রত্যেকে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। মেন্টর মনিময় রায়ও ক্রিকেটারদের লাগাতর উদ্দীপিত করে রেখেছেন। ম্যাচ ও অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক তথা টিম ম্যানেজার সুপ্রভাত দেবনাথ। সাংবাদিকতার মত ব্যস্ততম পেশাকে পাশে রেখে, মৈত্রী সফরের অঙ্গস্বরূপ প্রীতি ক্রিকেটে একদিনের জন্য সময় কাটানোর মধ্য দিয়ে ম্যাচটাকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলায় দু-দলের খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তাদের স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ দূরাভাষে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দেও সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

Format- A
(For publication in news papers).

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA: TRIPURA
Notice Inviting e- Tender

PNIe-T- No: 04/EE/DIV-III/ AMC/2023-24, Dated: 21-08-2023

The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, invites online Percentage rate bids, on open bidding format for following work (s): -

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	Construction of pucca drain and boundary wall with Grill fitting Artistic painting path way at Nagerjala pond near Bus stand Under ward No 33, AMC DNIe-TNo: 07/EE/Div-III/AMC/2023-24	Rs.42,65,633/-	Rs.85,313/-	90 days

Last time and date of submission of bid:-04-09-2023 at 15.00 hrs .

Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

(Er.J.Chakraborty)
Executive Engineer,
PW Division- III,
Agartala Municipal Corporation.

ধর্মনগর, আই টি আই- তে শূন্য আসনে Walk-In- Admission এর মাধ্যমে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের অধীনস্ত ধর্মনগর, আই টি আই-এ বিভিন্ন ট্রেডে ভর্তির জন্য এখনও কিছু আসন খালি আছে। উক্ত খালি আসনের জন্য আই টি আই, ধর্মনগরে ২০২৩-২০২৪ ইং শিক্ষাবর্ষে Walk-In-Admission এর মাধ্যমে First Come First Serve (আগে আসলে আগে পাবে) ভিত্তিতে নিম্নে উল্লিখিত বিভিন্ন ট্রেডের শূন্য আসনে category অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি করা হবে।

ক্রমিক নং	ট্রেডের নাম এবং প্রশিক্ষনের সময়কাল	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শুন্য আসনের সংখ্যা		
			UR	SC	ST
1	COPA (1 Year)	মাধ্যমিক উত্তীর্ন	04	00	02 (1-Ex-Serviceman)
2	Fashion Design & Technology (1 Year)	মাধ্যমিক উত্তীর্ন	05 (1-Ex-Serviceman)	00	03
3	Welder (1 Year)	অষ্টম শ্রেণী উর্ত্তীন	00	02	05

PH Category তে আসন সংরক্ষন ত্রিপুরা সরকারের বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। উপরিউক্ত শূন্য আসনের মধ্যে PH Category তে আসন সংখ্যা COPA-03, Fas hic 1 Design & Technology-01 এবং Welder-01।

উপরিউক্ত আসনগুলিতে Category অনুযায়ী ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের Original নথিপত্র যথা-02 (Two) Passport Size Photograph, Aadhar Card, Ration Card Mark Sheet, Madhyamik Admit/Birth Certificate, Caste Certificate, PRTC, Bank Pass Book এবং নগদ ১,০০০/- টাকা (Caution Money) সহ নিম্নে উল্লেখিত নির্ঘন্ট অনুসারে ধর্মনগর আই টি আই-এ স্বশরীরে উপস্থিত থেকে ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে এবং ভর্তির সময় সব নথিপত্রের Self-attested Photocopies জমা করতে হবে।

- ভর্তির তারিখ :০৮/০৯/২০২৩ এবং ১১/০৯/২০২৩ (শূন্য আসনের সাপেক্ষে)
- ভর্তির সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা থেকে বেলা ৩.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
- ভর্তির স্থান : ITI, ধর্মনগর

আসন সংরক্ষন ত্রিপুরা সরকারের বিধি অ ায়ী নির্ধারিত হবে।
বিস্তারিত জানার জন্য ITI, Dharmanagar এর ট্রেনিং সেকশনে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

অধ্যক্ষ
আই টি আই, ধর্মনগর
উত্তর ত্রিপুরা

ICA/D-906/23

ডার্বি ম্যাচে আজ মুখোমুখি এগিয়ে চলো-লালবাহাদুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।।প্রথম ডার্বি ম্যাচ আজ। ডার্বি ম্যাচে মুখোমুখি হবে খেতাবের অন্যতম দাবিদার দুই দল এগিয়ে চলো সঙ্ঘ এবং লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে রবিবার বিকেল সাড়ে ৩ টায় শুরু হবে ম্যাচটি। আপাতত লিগে দুদলই অপরাজিত। পয়েন্ট তালিকা রয়েছে শীর্ষে। যে দলই ডার্বি ম্যাচে জয় পাবে সেই দলই সুপারের দৌড়ে একধাপ এগিয়ে যাবে। দুদলই শনিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। আজ কিছুটা এগিয়ে থেকেই মাটে নামবে সুজিৎ ঘোষের লালবাহাদুর। কারন তাদের গোল মেশিন উত্তম রাই দারুণ ছন্দে রয়েছে। দুই ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করার সুবাদে মনোবল অনেকটাই তুঙ্গে উত্তমের। এখানেই কিছুটা এগিয়ে লাল হলুদ দল। তবে বিনা লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমি ছাড়বে না মেলারমাঠের ঐতিহ্যবাহি এগিয়ে চলো সঙ্ঘের ফুটবলাররা। ফলে লড়াই হবে জমজমাট। প্রস্তুত দুদলই। এদিন অনুশীলন শেষে লালবাহাদুর কোচ সুজিত ঘোষ বলেন,'শিল্ড হাতছাড়ার পর আমাদের এখন একমাত্র লক্ষ্য লিগ জয় করা। তা মাথায় রেখেই খেলছে ছেলেরা। এগিয়ে চলো যথেষ্ট শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। আমাদের সতর্ক হয়ে মাঠে নামতে হবে'। লালবাহাদুর সমীহ এবং গুরুত্ব দিলেও জয় নিয়ে একশ শতাংশ আশাবাদী এগিয়ে চলোর কোচ। অনুশীলন শেষে কোচ কর্ণেন্দু দেববর্মা বলেন,'জয় ছাড়া আমরা বিকল্প কিছুই ভাবছি না। ডার্বি ম্যাচে আমাদের দরকার পুরো ৩ পয়েন্ট। তার জন্য ছকও কষে নেওয়া হয়েছে'। মুখে কিছু না বললেও কর্ণেন্দু বুঝিয়ে দেন বিপক্ষ দলের গোল মেসিনকে আটকানোর পুরো ছক কষে নিয়েছেন তিনি। আর কোচ বিশ্বাস করেন, বিপক্ষের উত্তমকে আটকে দিতে পারলেই জয় সহজ হয়ে যাবে। তবে এগিয়ে চলো কোচের উচিৎ রাজীব সাধন জমাতিয়াকে উইং এ না খেলিয়ে মাঝমাঠে খেলানো। অভিজ্ঞ রাজীব মাঝমাঠে থাকলে গোটা দলকে অক্সিজেন দিতে পারবেন বলে ফুটবলপ্রেমীদের অভিমত।

ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তররের উদ্যোগে বাধারঘাটস্থিত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে চারদিন ব্যাপী ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যভিত্তিক ৪র্থ শ্রেণীর নতুন ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। ১ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে। শুক্রবার সকাল থেকে সোমবার পর্যন্ত আট জেলার খেলোয়াড়রা এতে অংশ নেয়। ৬৪জন ছেলে ও ৫৩জন মেয়ে মোট একশ সতের জন অংশগ্রহণ করে। তবে অনেকেই অনুপস্থিত রয়েছে। মোটর এবিলিটি টেষ্টে সিট এন্ড রিচ, উচ্চতা, ওজন, স্ট্যান্ডিং ব্রড জাম্প, ষাট মিটার শাটেল রান, মেডিসিন বল থ্রো, তিরিশ মিটার ফ্লায়িং স্টার্ট, ভার্টিক্যাল জাম্প, মেডিক্যাল ও ফিজিক্যাল টেস্ট, একাডেমিক টেস্ট প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খেলোয়াড়দের দক্ষতার মাধ্যমে ভর্তি করা হবে। যারা সুযোগ পাবে উত্তর, ঊনকোটি ও ধলাই জেলার খেলোয়াড়রা পানিসাগরে আর বাকী অন্য জেলার খেলোয়াড়রা বাধারঘাট স্পোর্টস স্কুলে ভর্তি হবে। অভিভাবক অভিভাবিকা ও অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। তবে তাদের প্রত্যেকের বয়স দশ থেকে এগার বছরের মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠরত হতে হবে। বিশেষজ্ঞ ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরা এই প্রক্রিয়া পরিচালনা করছেন। আগামী সোমবার বিকেল পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে বলে স্পোর্টস স্কুলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

NOTICE INVITING e-TENDER

NO.F.5 -39/CPC/ Carrying/DHS/2023-24 Date:-31/08/2023

A e-Tender is hereby invited on behalf of the Director of Health Services, Gout. of Tripura (on behalf of the Government of Tripura) from resourceful, experienced and bona fide, renowned licensed Firm, for Carrying Contractor for Carrying Store items / articles Viz. medicine ,surgical instrument & Equipment and Miscellaneous articles" (Rate contract for two year). The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online up to 11-09-2023 at 5.00 pm.

Director of Health Services
Govt. of Tripura: Agartala

ICA/C-2096/23

NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T No:- 53/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2023-24 Dated : 30/08/2023

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system tender(s) from reputed resourceful Manufacturers / Authorized Sales & Service Dealer or Distributor having experience in similar nature of Air Conditioning works in Government/Government Undertaking Buildings and Service centre/Service Provider in Tripura for the following work:
Name of Work: Providing, Installation and Commissioning of Vertical & Hi-wall Split type Air Conditioning Machines in the Smart Class room in the Academic building and the Administrative building of MBB University during the year 2023-24,
DNIeT No: 36 /EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2023-24.
ESTIMATED COST z- Rs 13,98,750.00
EARNEST MONEY i Rs 27,975.00
TIME FOR COMPLETION :- 60 (Sixty) days.
Bid Fee :- Rs 1,000/-
Last date & time for online Bidding: 14/09/2023 upto 3:00 PM.
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer
Mechanical Division,PWD
Agartala

ICA/C-2091/23

PNIT NO.: 28/EE/MNP/PWD(R&B)/2023 Date 29/08/2023

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl. No.	PNIeT No & DNIeT No	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Tr unical Bid
1.	PNIT No. 28/EE/MNP/PWD(R&B)/2023-24 & i) DNIT No.38/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2023-24 ii) DNIT No.39/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2023-24	Upto 3.00 pm On 16/09/2023	At 4.00 pm on 16/09/2023 (If possible)

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

(Er. Nihar Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpur, West Tripura.

ICA/C-2100/23

WALK-IN-ADMISSION-এর বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ সকল আই টি আই গুলোর সাথে আই টি আই খোয়াইতেও ৫ই জুন ২০২৩ ইং থেকে ২০২৩ ২০২৪/২০২৫ ইং শিক্ষাবর্ষের জন্য যে online ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তার তৃতীয় রাউন্ড-এর ভর্তি প্রক্রিয়া ১৬ই আগষ্ট ২০২৩ইং শেষ হওয়ার পরও এখনো কিছু আসন খালি আছে। তাই, উক্ত খালি আসনগুলো সীমিত সময়ের মধ্যে দ্রুততার সাথে পূরণের লক্ষ্যে ইচ্ছুক ভর্তিপ্রার্থী ভারতী নাগরিকদের কাছ থেকে walk in admission-এর জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

১। আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট নমুনা অনুযায়ী সমস্ত সার্টিফিকেটের যেমন-Marksheet, Age Proof Certificate, Pass Certificate, Caste Certificate, PRTC, PwD/Ex-Serviceman Certificate, Bank Passbook, AADHAR, Family Ration Card ইত্যাদির স্ব-প্রত্যয়িত কপিসহ আই টি আই খোয়াইতে জমা দিতে হবে। অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
২। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময়কাল ঃ ০৪/০৯/২০২৩ ইং থেকে ০৬/০৯/২০২৩ ইং, বেলা ১১ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।
৩। মেধাতালিকা প্রকাশ ও আসন বন্টনের তারিখ ঃ ০৮/০৯/২০২৩ ইং , বেলা ১১টা।
৪। ভর্তির তারিখ ঃ ০৮/০৯/২০২৩ ইং , বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।
৫। অপেক্ষমান প্রার্থীদের আসন বন্টন ও ভর্তির তারিখ ঃ ১১/০৯/২০২৩ ইং, বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।
৬। মেধাতালিকা প্রনয়নের ভিত্তি ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের ২২শে মে ২০২৩ ইং তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির ৭ নং শর্তানুযায়ী হবে।
৭। আসন সংরক্ষন ত্রিপরা সরকারের বিধি অনুযায়ী হবে।
৮। আসনপ্রাপ্ত প্রার্থীদের Caution Money ১০০০ টাকা (নগদ), ২ কপি ছবি ও প্রয়োজনীয় সমস্ত সার্টিফিকেটের স্ব- প্রত্যয়িত কপিসহ নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ভর্তি হতে হবে।অনাথায় সেই আসনটি পরবর্তী প্রার্থীকে দেওয়া হবে।
খালি আসনের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল ঃ

ক্রমিক নং	ট্রেডের নাম	মোট খালি আসনসংখ্যা	অসংরক্ষিত	এস. টি.	এস.সি.	প্রশিক্ষণের সময়কাল	ভর্তির যোগ্যতা
1	Mason (Building Constructor) [NSQF]	40	21	11 [None-10 & Ex-Serviceman-01]	08	১ বৎসর	অষ্টমমান উত্তীর্ন।
2	Pump Operator cum Mechanic [NSQF]	26	12 [None-10 & Ex-Serviceman-01]	10	04 [None-03 & Ex-Serviceman -01]	১ বৎসর	মাধ্যমিক উত্তীর্ন। (অংক ও বিজ্ঞানসহ)
3	Computer Operator and programming Assistant [NSQF]	15	05	05	05	১ বৎসর	মাধ্যমিক উত্তীর্ন।
4	Electrician [NSQF]	07	05 [None-04 & Ex-Serviceman-01]	00	02	২ বৎসর	মাধ্যমিক উত্তীর্ন। (অংক ও বিজ্ঞানসহ)

* পূর্বে ভর্তি হওয়া কোন প্রার্থী যদি তার আসন ছেড়ে দেয় তবে আসন সংখ্যার পরিবর্তন হতে পারে।
৯। মেধাভিত্তিক ভর্তি প্রক্রিয়া ১১/০৯/২০২৩ ইং, বিকাল ৪টায় শেষ হওয়ার পরও যদি কোন আসন খালি থাকে তবে ১২/০৯/২০২৩ ইং থেকে ১৫/০৯/২০২৩ ইং বিকাল ৪টা পর্যন্ত আগে এলে আগে পাবেন এর ভিত্তিতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।
১০। ভর্তি সংক্রান্ত আরও Updates তথা ভারত সরকারের DGT-কর্তৃক ভর্তির তারিখ বর্ধিতকরনের পরবর্তী নির্দেশ ইত্যাদি নানা নির্দেশাবলী আই টি আই খোয়াই-এর Notice Board-এ দেওয়া থাকবে এবং আসন খালি থাকলে ঐ নির্দেশাবলীর নিরিখে আগে এলে আগে পাবেন এর ভিত্তিতে চলমান ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।
১১। আবেদনপত্র আই টি আই খোয়াইয়ের Training Section-এ পাওয়া যাবে।

(প্রনয় দেববর্মা)
অধ্যক্ষ
আই টি আই, খোয়াই
সোনাতলা, খোয়াই ত্রিপুরা।

ICA/D-911/23

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

বক্সনগরে আয়োজিত জনসভায় ২৯৩ ভোটার বিজেপিতে যোগদান করেন মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে।

পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজ : এনএফ রেলের কয়েকটি ট্রেনের পথ পরিবর্তন, বাতিল

গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : উত্তরপূর্ব সীমান্ত (এনএফ) রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত একলাখি স্টেশনে ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম চালু করার জন্য নন-ইন্টারলকিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি ট্রেনের চলাচল বাতিল, পথ পরিবর্তন এবং সময় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।যে সব ট্রেন বাতিল করা হয়েছে তার বিবরণ দিয়ে এক প্রেসবার্তায় উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানান, ৪ সেপ্টেম্বর রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৪৬৪/১৫৪৬৩ নম্বর (শিলিগুড়ি জংশন-বালুরঘাট-শিলিগুড়ি জংশন) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, ১৫৭০৯/১৫৭১০ নম্বর (মালদা টাউন-নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন) এক্সপ্রেস, ০৫৪২১/০৫৪২২ নম্বর (মালদা টাউন-বালুরঘাট-মালদা টাউন) স্পেশাল, ০৫৭১৭/০৫৭১৮ নম্বর (মালদা কোর্ট-কাটিহার-মালদা কোর্ট) স্পেশাল এবং ১৩১৫৩/১৩১৫৪ নম্বর (শিয়ালদহ - মালদা টাউন-শিয়ালদহ) এক্সপ্রেস ট্রেনের স্লিপ কোচগুলি বাতিল থাকবে।তাছাড়া যে সব ট্রেনের সময় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলি ৪ সেপ্টেম্বর ১৩১৭৫ নম্বর (শিয়ালদহ-শিলচর) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেসের রওয়ানা দেওয়ার সময় শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ০৬.৩৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৮.৩৫ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।এছাড়া, নর্দান রেলওয়ের অধীনে লখনউ ডিভিশনের বারাণসী ইয়ার্ডে রিমডেলিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সেকশন দিয়ে অতিক্রমকারী উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কয়েকটি ট্রেনের চলাচল বাতিল অথবা পথ পরিবর্তন করা হয়েছে।যে সব ট্রেন বাতিল করা হয়েছে সেগুলি ১১, ১৮, ২৫ সেপ্টেম্বর এবং ২, ৯ অক্টোবর রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৩৬ নম্বর (গুয়াহাটি-ওখা) দ্বারকা এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। এছাড়া ১৫, ২২, ২৯ সেপ্টেম্বর এবং ৬ ও ১৩ অক্টোবর রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৩৫ নম্বর (ওখা-গুয়াহাটি) দ্বারকা এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। এভাবে ২০, ২৭, সেপ্টেম্বর এবং ৪ ও ১১ অক্টোবর রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৬৮ নম্বর (কামাখ্যা-গান্ধীধাম) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। বাতিল থাকবে ২৩, ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ৭ ও ১৪ অক্টোবর রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৬৭ নম্বর (গান্ধীধাম - কামাখ্যা) এক্সপ্রেস।এভাবে যে সব ট্রেনের পথ পরিবর্তন করা হয়েছে সেগুলি যথাক্রমে ৩ অক্টোবর থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ২০৫০৩/২০৫০৫ নম্বর (ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি) রাজধানী এক্সপ্রেস ছাপরা, গোরখপুর জংশন, বরাবাংকি জংশন ও লখনউ হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে।৪ অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ২০৫০৪/২০৫০৬ নম্বর (নিউ দিল্লি-ডিব্রুগড়) রাজধানী এক্সপ্রেস লখনউ, বরাবাংকি জংশন, গোরখপুর জংশন ও ছাপরা হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে।৭, ১৪, ২১, ২৮ সেপ্টেম্বর এবং ৫ ও ১২ অক্টোবর যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ১৯৩০৫ নম্বর (ড. আম্বেদকর নগর-কামাখ্যা) এক্সপ্রেস এবং ৩, ১০, ১৭, ২৪ সেপ্টেম্বর ও ১, ৮ অক্টোবর যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ১৯৩০৬ নম্বর (কামাখ্যা-ড. আম্বেদকর নগর) এক্সপ্রেস ট্রেন আত্রাউলি রোড, জাউনপুর জংশন, জাফরাবাদ জংশন ও সুলতানপুর হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে।১২, ১৯, ২৬ সেপ্টেম্বর এবং ০৩ ও ১০ অক্টোবর যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ১৫৯৩৩ নম্বর (নিউ তিনসুকিয়া-অমৃতসর জংশন) এক্সপ্রেস এবং ১৫, ২২, ২৯ সেপ্টেম্বর ও ৬, ১৩ অক্টোবর যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ১৫৯৩৪ নম্বর (অমৃতসর জংশন-নিউ তিনসুকিয়া) এক্সপ্রেস আত্রাউলি রোড, জাউনপুর জংশন ও শাহগঞ্জ জংশন হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে।এছাড়া, ০৯৫২৫/০৯৫২৬ নম্বর (ওখা - নাহরলগুন - ওখা) এক্সপ্রেসের পরিষেবা বিদ্যমান সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠনের সাথে উভয় দিক থেকে আরও দুই ট্রিপের জন্য বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৫ ও ১২ সেপ্টেম্বর ০৯৫২৫ নম্বর (ওখা-নাহরলাগুন) এক্সপ্রেস এবং ৯ ও ১৬ সেপ্টেম্বর ০৯৫২৬ নম্বর (নাহরলাগুন-ওখা) এক্সপ্রেস চলাচল করবে।

সরব প্রচারের অন্তিম মুহূর্তে বক্সনগর উপনির্বাচনে নারী শক্তির মহড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২ সেপ্টেম্বর।। আসন্ন উপ নির্বাচনে আজ ছিল বক্সনগর মহিলা মোর্চার উদ্যোগ নির্বাচনী সমাবেশ। আগামীকাল ৪ চার ঘটিকার সময় সরব প্রচার শেষ হবে। আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর রোজ মঙ্গলবার সকাল সাত ঘটিকায় ভোট দান পর্ব শুরু হবে। উপনির্বাচনকে ঘিরে আজ উৎসবের মেজাজে বক্সনগর এলাকার৫১টি বোথের সমস্ত মহিলা মোর্চা এক বর্ণাঢ্য রেলি করে, টুপি মাথায়, দিয়ে, প্লেকার হাতে নিয়ে, তোফাজ্জলের ছবি, ব্যান্ড পার্ট বাজনার তালে তালে নেচে ভোট প্রচার করেন। টাউন হল মাঠ প্রাঙ্গণ মহিলাদের উপচে পড়া ভি ড় এবং কানায় কানায় পরিপূর্ণ। আমরা তো নারী, আমরা সব পারি, আদ্যাশক্তি মহামায় রূপে, দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, সেজে ধ্বংস করেন আশুর বংশকে, অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করে,শুভ শক্তি আগমন ঘটি য়ে, বক্সনগর বিধানসভা উপ নির্বাচন তোফাজ্জলকে জয় যুক্ত করে, বিধানসভা পাঠাতে কোমর বেঁধে লেগেছে মহিলা শক্তি,। ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্য সচেতক বিধায়িকা কল্যাণী রায়, উনি উনার ভাষনে বলেন মহিলা হচ্ছে সমাজের মূল কান্ডারী রাষ্ট্র, দেশ গঠনে, তাদের অগ্রণী ভূমিকা। তারা রাজনৈতিকভাবে কোন অংশে পিছিয়ে নেই। ২০২৩ এর বিধানসভা নির্বাচনে মহিলারা ৩ পার্সেন্ট ভোট বেশি দিয়েছে। মহিলা স্বশক্তি করনের জন্য ২০১৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব পেয়ে মহিলাদের কথা ভাগ্যের চিন্তা করেছেন। আমরা সবাই হিসেবে কাজ করছি। তাইতো মোদীজি সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস, সবকা আশ্বাস, প্রয়াসের কাজকর্ম করে চলেছে দিনে দুঃখীদের। তিনি বিগত ২৫ বছর বামেদের কুকর্ম কীর্তি কর্মকাণ্ড তুলে ধরেছেন,। ওই আমলে মহিলারা সুরক্ষিত নয়, লুণ্টন কাদায়,কৌসল করে, মিছিলে নিয়ে, পেছনে ঘুরিয়েছেন উন্নয়ন শুধু নিজেরা নিজেদের পকেট কাম করে, একদম লুটেপুটে খেয়েছেন। তিনি আবার ফোনটা ছলনা মন মন ভোলানো আকর্ষণীয় এ কথা না শুনে ২০১৮ তে ছিল ভুল, ২৩ লো ভুল,এবার উপ নির্বাচনে আর নয় ভুল, ফুটাতে হবে পদ্মফুল, পাঠাতে পারেন পদ্মফুল, তাহলে আপনাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম উন্নয়ন হবে। আজকের এই মহিলা মোর্চার জন সমাবেশে উপনির্বাচন পচার অভিযানে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্যের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর, ডাক্তার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, নলচর কেন্দ্রের বিধায়ক কিশোর রায় বর্মন, সভাপতি দেবব্রত ভট্টাচার্য, প্রার্থ ী,তোফাজ্জল হোসেন, প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ দাস, সাধারণ সম্পাদিকা দত্ত, মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ঝর্ণা দেব বর্মন, মুখ্য সচেতন কল্যাণী রায়, শাহ আলম মজুমদার মাইনরিটি সভাপতি, অন্যান্য বিশিষ্ট কার্যকর্তা গন এবং মহিলা মোর্চা চন্দনা।

রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ সেপ্টেম্বর।। আবারো এক রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে সেকেরকোট দীনদয়াল চৌমুহনী এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সেকেরকোট দীনদয়াল চৌমুহনী এলাকার শংকর দেবনাথ শুক্রবার বিকেলে ফুলতলী বাজারে উনার নিজের দোকানে আসার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়। কিন্তু আজ অর্থাৎ শনিবার সকালে ফুলতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের পেছনে শংকর দেবনাথ এর মৃতদেহ দেখতে পায় ফুলতলী বাজারের আশেপাশের লোকজন। স্থানীয়রা মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে খবর দেয় আমতলী থানায় এবং মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকজনদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন আমতলী থানার পুলিশ ও মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকজন। তবে মৃতদেহের পাশে একটি কীটনাশক ঔষধের বোতল পাওয়া গেছে। মৃত শংকর দেবনাথ এর পরিবারের লোকজনদের সাথে কথা বলে জানা গেছে তাদের পারিবারিক কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু কিভাবে এই ঘটনার সংঘটিত হলো তা উনার পরিবারের লোকজন সহ স্থানীয়রা কেউ বুঝে উঠতে পারছে না। পুলিশের পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয়েছে ফরেনসিক টিমকে।

অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের অস্থায়ী সরকারি আবাস অফিসটি ভগ্নদশাগ্রস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ সেপ্টেম্বর।। উল্লেখ্য, আটের দশকে ১৯৮৩ সালে বাম সরকারের আমলে তৎকালীন মূখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী হাত ধরে তেলিয়ামুড়া বাসীর সুবিধার্থে তেলিয়ামুড়া অম্পি চৌমুহনীতে স্থাপন করা হয়েছিল অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের অফিস অস্থায়ীভাবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর অতিক্রান্ত হতে চললেও তেলিয়ামুড়া ফায়ার স্টেশনের দৈনতা পূর্বের মতোই বহাল রয়েছে। এই অফিসের থাকার জন্য সরকারি আভাসগুলিও পরিত্যক্তের মতো। অল্প বৃষ্টিতে জল জমে গোটা ফায়ার স্টেশন চত্বর নোংরা জলে থৈথৈ করে। এমনটাই অভিযোগ দমকল কর্মীদের। তবে এদিকে তেলিয়ামুড়া ফায়ার স্টেশনের ওসি জন্ম হরি জমাতিয়া জানান,, তেলিয়ামুড়া ফায়ার স্টেশনের জন্য কয়েকবার জায়গা পরিদর্শন করা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। যা মূলত দপ্তরের কর্তৃপক্ষেরও অজানার কথা নয়। বর্তমানে তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের অফিসে কর্মরত কর্মীদের দাবি তাদের এই অফিস গৃহ টি সারাইয়ের উদ্যোগ গ্রহন করুক সংশ্লিষ্ট দপ্তর। এখন দেখার বিষয়,এই সংবাদ টি প্রকাশিত হওয়ার পর,তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের অফিসে কর্মরত কর্মীদের কথা চিন্তা করে, তাদের এই অফিসটি সারাইয়ের কোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহন করে কিনা সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ স্কুলে রাখি উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ সেপ্টেম্বর।। আজ রাখী বন্ধন উৎসব উপলক্ষে জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের তত্ত্বাবধানে বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ এইচএস স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে তামাক জাতীয় দ্রব্য বিক্রেতাদের সঙ্গে সাখ্যাৎকারে বলা হয়,শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি না করার জন্য একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে ,শিক্ষার্থীরা ব্যবসায়ীদের রাখী ও ফুল দেয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে নাবালক দের কাছে তামাক জাতীয় বিক্রির গুরুত্ব বর্ণনা করে। তারা শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করেন আগামী দিনে তারা তাদের দোকানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করবেন না বলে আশ্বাস দেন।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার সুব্রত দাস, ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসার ডাক্তার অলক দাস, ডিস্টিক কনসালটেন্ট অরিজিৎ দাস এবং বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রী বৃন্দ।

কল্যাণপুরে যুদ্ধ বিরোধী দিবসে মিছিল ও সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ সেপ্টেম্বর।। যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। দূষণমুক্ত বায়ু চাই। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে বিশ্ব শান্তির বার্তা নিয়ে যুদ্ধ বিরোধী দিবসে কমলপুর মহকুমার শান্তিরবাজারে বিকালে মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়।এই বাজারসভার সভাপতিমন্ডলীতে ছিলেন বদরবোম হালাম ও কমলাবাবু সিংহ।বক্তব্য রাখেন সারা ভারত কৃষক সভার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি ও প্রাক্তন বিধায়ক বিপ্লব মজুমদার,অঞ্জন দাসসহ অন্যান্যরা। বক্তারা বলেন-১৯৩৯ সালে১লা সেপ্টেম্বর হিটলারের নেতৃত্বে জার্মান পোলান্ড আক্রমনের মাধ্যমে ২য় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হয়।১ম বিশ্ব যুদ্ধে প্রায়২কোটি ৫৫ লক্ষ লোক মারা যায় এবং ২য় বিশ্ব যুদ্ধেপ্রায় সাড়ে ৮ কোটি মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়।এই যুদ্ধের কারণে বিভিন্ন সম্পত্তির ক্ষতি,দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব এবং রোগের কারণে ব্যাপক সংখ্যায় জনগণের মৃত্যু ধ্বংস্তুপে পরিণত করে। সাম্রাজ্যবাদ বর্তমান সময়ে ২য় বিশ্ব যুদ্ধকালীন পরিসিতিতে নাই।অনেক পরিশীলিত করেছে তার আক্রমনকে।বর্তমানে বিশ্বজোড়া আধিপত্যের শিরোমনি হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।এই সাম্রাজ্যবাদের কাছে নিজদেশের স্বার্থ ও নিরাপত্তাকে জলাঞ্জলি দিয়ে কাপুরুষের মত ঘনিষ্ট হচ্ছে ভারত।তাই নিজ দেশকে রক্ষা করা এবং বিশ্ব শান্তির জন্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কর্মসূচীতে মানুষকে সমেবেত ও সচেতন করার অপরিহার্যতা সাম্প্রতিক সময়ে অনেক বেশী জরুরী হয়ে উঠেছে।

নেশাবিরোধী অভিযানে সাফল্য দেবদারু ফাঁড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যসরকার চাইছে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন করতে। রাজ্য সরকারের উদ্দ্যোশ্যকে সাফল্যমন্ডীত করতে প্রতিনিয়ত কাজ করেযাচ্ছে দেবদারু ফাঁড়ী থানার পুলিশ। দেবদারু ফাড়ী থানার দায়িত্বে বকুল রিয়াং আসার পর অপরাধের দমনের পাশাপাশি নেশার কবলগ্রাস থেকে যুব সমাজকে মুক্তি দিতে প্রতিনিয়ত কাজকরোযাচ্ছেন। ওসির নিকট খবর যাওয়ামাত্রই তিনি দ্রুততার সহিত অপরাধ দমনে পদক্ষেপ গ্রহন করেন। এরইমধ্যে শনিবার ওসি বকুল রিয়াং এর নেতৃত্বে দেবদারু বাজারে বিশেষ অভিযান চালানোহয়। এই অভিযানের মাধ্যমে দেবদারু বাজার থেকে প্রায় ৯ লিটার দেশি মদ উদ্ধার করাহয়। উদ্ধার করা মদগুলি বাজেয়াপ্তকরে আইনি পক্রিয়া শেষে এগুলি নষ্টকরাহয়।

গকুলনগর বিদ্যালয়ে পরিকাঠামোগত অব্যবস্থার কারণে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক মহলে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ সেপ্টেম্বর।। বিদ্যালয় সুগঠিত পঠন-পাঠন ও পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে অপপ্রচার। ছিঃছিঃ রব শিক্ষক থেকে শুরু করে অভিভাবক মহলে।বিশালগড় মহকুমার পূর্ব গকুলনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুগঠিত পঠন পাঠন এবং বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত ব্যবস্থাপনায় এলাকার অভিভাবকদের মধ্যে সন্তুষ্টের বাতাবরণ সৃষ্টি করে রেখেছে। ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিকে ৯২.১৫ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়। বিদ্যালয়টিতে প্রাত বিভাগে ১৭৯ এবং দুপুর বিভাগে ৩৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যায়নরত রয়েছে। প্রাত বিভাগ নয়জন এবং দুপুর বিভাগে ২৪ জন শিক্ষক শিক্ষিকার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টির দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। বর্তমানে এই বিদ্যালয়টির দিকে কুনজর পড়তে শুরু করেছে এক দুষ্ট চক্রের। স্কুল পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে জানাযায় একটা স্বার্থন্বেষী চক্র বিদ্যালয়টিকে বদনাম ও কালিমালিপ্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। পাশাপাশি শনিবার একটি সংবাদ মাধ্যমে অসত্য সংবাদ পরিবেশন করা হয় যা বাস্তবের সঙ্গে মিল নেই। যদিও অতি প্রাচীন এই বিদ্যালয়টি ১৯৪৮ সাল থেকে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় হিসাবে পথ চলা শুরু করে। ২০০৭ সালে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পায়। বর্তমানে এই বিদ্যালয়টিতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কলা বিভাগ এবং বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করছে ছাত্র-ছাত্রীরা। বিদ্যালয়টিতে রংটিনগত পাঠদানের পাশাপাশি মিড ডে মিল পরিষেবা থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শৌচালয়ের যথার্থ ব্যবস্থা অভিভাবক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সব মিলিয়ে ত্রিপুরা বিদ্যালয়ের শিক্ষা দপ্তরের অধীনে বিশালগড় পূর্ব গকুলনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের রাজ্য সরকারের মডেল শিক্ষা ব্যবস্থার যথার্থ নিদর্শন। বিদ্যালয়টির উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক সাংস্কৃতিক ভাবে সমৃদ্ধ হচ্ছে বিশালগড়ের গকুলনগর এলাকা। অপপ্রচারের বিরুদ্ধে স্কুল পরিচালনা কমিটি আগামী সোমবার বৈঠক করবেন পাশাপাশি রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে জানান স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি।

উপনির্বাচন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে সভা

বক্সনগর।। ২০-বক্সনগর ও ২৩-ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ পর্ব সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে আজ সোনামুড়ার নতুন টাউনহলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনীত আগরওয়াল। সভায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ২০-ব'নগর ও ২৩-ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ পর্ব অবাধ, সুষ্ঠ, শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য যেসমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। তাছাড়াও তিনি নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে শান্তি শৃঙ্খলার পরিবেশ বজায় রাখার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুসারে ভোটগ্রহণ পর্ব সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে সভায় তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা ২৩-ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার জয়ন্ত দে, ২০-ব'নগর নির্বাচনী কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার ভাস্বর ভ-াচার্য, সিপাহীজলা জেলার পুলিশ সুপার বি জে রে-ি, সোনামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস প্রমুখ। তাছাড়াও এই দুটি বিধানসভা নির্বাচনী কেন্দ্রের এআরও, নোডাল অফিসার, সেক্টর অফিসার, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর আধিকারিক ও বিভিন্ন থানার পুলিশ আধিকারিকগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

'কানেক্টিং ত্রিপুরাঃ ফ্রম ল্যান্ড লকটড টু ল্যান্ড লিঙ্কড' বিষয়ে প্রজ্ঞাভবনে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি এবং স্কুল অফ লজিস্টিক, কমিউনিকেশন অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ, আগরতলার উদ্যোগে শনিবার প্রজ্ঞাভবনে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের সেমিনারের মূল বিষয়বস্তু ছিল কানেক্টিং ত্রিপুরাঃ ফ্রম ল্যান্ড লকটড টু ল্যান্ড লিঙ্কড। এদিন প্রজ্ঞাভবনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আরিফ মহম্মদ, বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার। উপস্থিত ছিলেন জে কে সিনহা, মুখ্য সচিব, ত্রিপুরা সরকার, ইউ কে চাকমা, আইএএস, ত্রিপুরা সরকারের পরিবহন দপ্তরের সচিব সহ অনান্যরা।

এদিনের সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচিব জে কে সিনহা বলেন, আমাদের পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া একান্ত জরুরী। ত্রিপুরার সংযুক্তিকরণ নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমেই নিজেদের সংযুক্ত করা প্রয়োজন। তিনি বলেন বর্তমানে উত্তর পূর্ব ভারত নিয়ে বিভিন্ন কোনো সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে গৌহাটিতে করতে হয়। অন্যান্য জায়গায় এই সম্মেলন হয় না। কারণ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার আত্মিক যোগ রয়েছে। সেই বন্ধুত্বতাকে কিভাবে আর সুদৃঢ় করা যায় সেই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলেন। তিনি বলেন আমরা সড়কপথ, জলপথ আকাশ পথে সংযুক্ত হতে পারি, তবে মনের মিলই হল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মনপাথরে কৃষি দপ্তরের ফার্ম পরিদর্শনে অধিকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ সেপ্টেম্বর।। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত মনপাথর বাজার সংলগ্ন এলাকায় কৃষকদের স্বার্থে রাজ্যসরকারের উদ্দ্যগে ৩ কুটি ৯৬ লক্ষটাকা ব্যায় করে একটি ফার্ম তৈরি করা হচ্ছে। এই ফার্মটি মনপাথর এলাকায় সুন্দর ভাবে গড়ে তোলার জন্য এবং কৃষকদের ব্যাবহারের উপযোগী করে গরে তোলারক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে বগাফা কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস। শান্তির বাজার মহকুমার কৃষকরা যা কোনোদিন ভাবতে পারেননি কৃষি কাজে সর্বদা কৃষকদের পাশে থেকে সেসকল কাজ করে গেছেন তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস। মনপাথর এলাকায় নবনির্মিত ফার্মটি সঠিকভাবে গড়ে উঠলে কৃষকরা এই ফার্মথেকে বিভিন্ন প্রকারের উন্নতমানের কৃষিজ ফসলের চারা গাছ নিয়েযেতে পারবে। এতেকরে কৃষকদের চারা উৎপাদনের সমস্যা থাকবেনা। অপরদিকে কৃষকরা কিভাবে কৃষিজফসল উৎপাদনে কাজ করেযাবেন তানিয়ে প্রশিক্ষন প্রদানের জন্য কনফারেন্স হল নির্মান করাহয়েছে। এই ফার্মে অফিসারদের থাকার জন্য ও অফিসারদের বসার জন্য কাজ করারজন্য নতুন রুম করাহয়েছে। হাতেগুনা আর কিছুদিন পর বগাফা কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়কের দায়িত্বথেকে সরেযাবেন সুজিত কুমার দাস। তিনি অনত্র বদলি হয়েছেন। শান্তির বাজারের কিছু সংখ্যক অসাধু ব্যাবসায়ী নিজেদের পকেট ভারী নাকরতে পারায় হেভিওয়েট নেতৃত্বদের দিয়ে সুজিত কুমার দাসকে বদলির ব্যাবস্থা করেছেন। এই বদলির ফলে শান্তির বাজারের কৃষকরা ক্ষতির সন্মুখিন হবে তা আর বলার অপেক্ষা থাকেনা। তত্বাবধায়কের দায়িত্বথেকে সরে যাওয়ার আগে শনিবার হটিকালচারের ডাইরেক্টারকে সঙ্গে নিয়ে এই ফার্মটি পরিদর্শন করলেন তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস। আজকের এই পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন হটিকালচারের ডাইরেক্টার ডক্টর ফনিভূশন জমাতিয়া, ডেপুটি ডাইরেক্টার সুমিত সাহা, তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস সহ অন্যান্যরা। আজকের পরিদর্শনে নির্মানকারী সংস্থাকে কাজের গুনগতমান বজায়রেখে দ্রুততার সহিত কাজ সমাপ্তি করার পরামর্শ প্রদান করলেন ডাইরেক্টার ফনিভূশন জমাতিয়া। এই ফার্মটি কৃষকদের জন্য উন্মুক্ত করেদেওয়ার সময়ের অপেক্ষায় দিন গুনছে সকলে।

জম্মু-কাশ্মীর এখন সন্ত্রাসমুক্ত হওয়ার দিকে এগোচ্ছে : ডিজিপি

সোপোর, ২ সেপেম্বর (হি.স) : জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের মহাপরিচালক (ডিজিপি) দিলবাগ সিং শনিবার বলেন, জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সন্ত্রাসমুক্ত অঞ্চল হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পুলিশ এখন সাহসিকতার সঙ্গে নেশাগ্রস্তদের মোকাবিলা করছে।পুলিশ লাইন সোপরের ডিজিপি বলেন, জম্মু ও কাশ্মীর একটি সন্ত্রাসমুক্ত অঞ্চল তৈরিতে প্রস্তুত। বর্তমানে সন্ত্রাসবাদীদের সংখ্যা অনেকাংশে কমে গিয়েছে। যেকজন সন্ত্রাসবাদী আছে, তাদের নির্মূল করতে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে, জানান ডিজিপি।তিনি আরও বলেন, নেশামূলক দ্রব্যের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় জম্মু কাশ্মীরে মাদক পাচার রুখতে সবরকমের চেষ্টা করা হচ্ছে। ডিজিপি দিলবাগ সিং আরও বলেন, সোপোর একসময় সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল, আর আজ এখানে সর্বত্র ব্যবসার উন্নতি ঘটছে।

বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পুটিয়া এলাকায় সিপিএম'র উপ্রধান সহ একাধিক ভোটার বিজেপিতে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।